রাঁচি, শুক্রবার
22:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>334 >>04 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩৪ >> << ০৪ঠা, আশ্বিণ ১৪৩০>>

ক্যানাডায় ভারতীয়দের জন্য দিল্লির সতর্কতা

নয়া দিল্লি ঃ ক্যানাডায় যারা আছেন এবং যারা যেতে চান, সেই সব ভারতীয়দের জন্য সতর্কতা জারি করলো ভারত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ‘‘ক্যানাডায় ক্রমবর্ধমান ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ড হচ্ছে এবং যেভাবে হেট ক্রাইম ও অন্য অপরাধকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমা করা হচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়রা যেন চূড়ান্ত সতর্ক থাকেন।’’ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘সম্প্রতি যারা ভারতবিরোধী কর্মসূচির বিরোধিতা করেছেন, তাদের ও কূটনীতিকদের হুমকি দেয়া হচ্ছে। যেসব জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, সেই সব জায়গায় যেন ভারতীয় নাগরিকরা না যান।’’ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘‘ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য আমাদের হাই কমিশনার ও কনসাল জেনারেলরা ক্যানাডার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। কিন্তু খারাপ সুরক্ষা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পড়ুয়ারা যেন চরম সতর্কতা বজায় রাখেন।’’

বাজার দর

SENSEX : 66230.24 -570.60
NIFTY : 19742.35 -159.06

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.45 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.37 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতের সংসদে ঐতিহাসিক দিন, পাশ হল মহিলা সংরক্ষণ বিল

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ বুধবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ দিনটি ভারতের সংসদে ঐতিহাসিক হয়ে রইল। তিন দশকের অপেক্ষার পর অবশেষে ভারতের লোকসভায় পাশ হল মহিলা সংরক্ষণ বিল। অর্থাৎ লোকসভায় এবার ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য। যেহেতু এটি সংবিধান বিল তাই সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ভোটাভুটিতে বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৪৫৪ জন। বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ২ জন। ১৯৯৬ সালে লোকসভায় প্রথমবার মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করেছিল এইচ ডি দেবগৌড়া সরকার। তারপর প্রায় ২৭ বছর পেরিয়ে গেছে। দেবগৌড়া, ইন্দ্রকুমার গুজরাল, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং মনমোহন সিং জমানায় এই বিল লোকসভায় পেশ ও পাশের বার বার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অতীতে কোনও সরকারই সফল হয়নি। মনমোহন সিং সরকার ২০১০ সালের ৯ মার্চ রাজ্যসভায় বিলটি পাশ করাতে সফল হয়েছিল। কিন্তু লোকসভায় বিলের পক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন জোগাড় করতে পারেনি। যা সম্ভব হল এবার। ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে তাতে ৯ বছর আগেই এই বিল পাশ করানো যেত। এ নিয়ে সমালোচনা করেও এদিন বিলকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। এই বিলকে সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের কথায়, এই বিল হল লোক ঠকানো। এখনই দেশে মহিলা সংরক্ষণ বাস্তবায়িত হবে না। আগে সরকার জনগণনা করবে। কবে সেই জনগণনা হবে তার কোনও ঠিক নেই। তারপর সরকার সেই জনগণনার ভিত্তিতে লোকসভার আসনের ডিলিমিটেশন করবে। তা কবে হবে তাও অনিশ্চিত। তারপর এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হবে। সুতরাং সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে শুধুই রাজনৈতিক প্রচারের ফায়দা নেওয়া, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সংবিধান বিতর্ক ঃ বিরোধীদের দাবি খারিজ সরকারের

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সমাজতান্ত্রিক’ কথা দুইটি কি বাদ পড়েছে? বিরোধীরা এই অভিযোগ করেছে।

নতুন সংসদভবনে ঢোকার আগে সাংসদদের একটা করে সংবিধান দেয়া হয়েছে। আর তা নিয়েই প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, লোকসভার নেতা অধীর চৌধুরী, ডিএমকে নেত্রী কানিমোরি সহ বিরোধী নেতা নেত্রীদের দাবি, তাদেরকে যে সংবিধান দেয়া হয়েছে, তাতে ওই কথাদুটো নেই।

অধীর চৌধুরী সংবিধানের কপি হাতে করে সংসদ ভবনের বাইরে আসেন। তার সঙ্গে ছিলেন রাহুল গান্ধী, কানিমোরি সহ অন্যরা।

সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, সরকার সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক’ কথা দুইটি বাদ দিয়েছে। সরকার এই কাজ করতে পারে না।

পরে আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল জানান, সাংসদদের সংবিধানের প্রথম সংস্করণ দেয়া হয়েছে। তখন ওই কথাগুলো ছিল না।

ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী তখন সংবিধান সংশোধন করে, প্রস্তাবনায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সমাজতান্ত্রিক’ কথা দুইটি ঢোকানো হয়। সেই সময় এনিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, সংবিধানের প্রস্তাবনা বদলানো যায় কি না। সরকারের দাবি, প্রথম সংবিধানের কপিই সাংসদদের দেয়া হয়েছে। এরপর প্রায় প্রতিটি সরকারই সংবিধানের কিছু বদল করেছে। অনেকগুলি সংবিধান সংশোধন হয়েছে।

ইউক্রেনের তেল শোধনাগারে রাশিয়ার হামলা

লিথুনিয়া ঃ ইউক্রেন বলেছে, বুধবার রাতে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় দেশের মধ্যাঞ্চলের পোলতাভা অঞ্চলে একটি তেল শোধনাগার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গভর্নর দমিত্রো লুনিন বলেছেন, শোধনাগারটির কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে এবং হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ডিনিপ্রোপেট্রোভস্কের আঞ্চলিক গভর্নর সেরহি লাইসাক বলেন, নিকোপোল এবং অন্যান্য তিনটি এলাকায় রাশিয়ার হামলায় পাঁচটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা রাতের হামলায় রাশিয়ার ব্যবহার করা ২৪টি ড্রোনের মধ্যে ১৭টি ভূপাতিত করেছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করার জন্য ইউক্রনের প্রচেষ্টা শীঘ্রই কিছু দীর্ঘপ্রতিক্ষিত ফায়ারপাওয়ার থেকে উপকৃত হতে পারে সেগুলো হলো জানুয়ারিতে প্রতিশ্রুতি দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি প্রায় ৩১টি এম ওয়ান আব্রামস ট্যাংক। ট্যাঙ্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে এম ওয়ান আব্রামস এর জন্য ইউরেনিয়াম গোলাবারুদ সরবরাহ করছে যা সোভিয়েতের তৈরি ট্যাঙ্কগুলোকে ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ওই ট্যাঙ্কগুলো রাশিয়া ইউক্রেনের ফ্রন্ট লাইনে মোতায়েন করেছে। জেনারেল মার্ক মিলি বলেন, ইউক্রেনে এখনো রাশিয়ার দুই থেকে তিন লাখ সৈন্য রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত নয়। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ইউক্রেনের ভূখণ্ড থেকে তাদের বিতাড়িত করার প্রচেষ্টা একটি কঠিন, কষ্টকর লড়াই, তবে তিনি বলেছেন, ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী কাজটির জন্য প্রস্তুত, এমনকি যদি এর অর্থ হয় যে, শীতের মাসগুলোতে লড়াই করা, তবু।

সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ইরান তালেবান সমঝোতা?

কাবুল ঃ দ্বিতীয় দফা আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বছর পার করলেও এখনো ইরানের স্বীকৃতি পায়নি তালেবান সরকার। সন্ত্রাস দমনের স্বার্থে তারপরও একসঙ্গে কাজ করছে ইরান আর আফগানিস্তান।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ইরানের সংবাদ সংস্থা তাসনিম সে দেশের গোয়েন্দা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এসমাইল খাতিবের একটি ভিডিও সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। সেখানে এসমাইল খাতিব বলেন, ‘‘ ইরান ও তালেবান সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় একসঙ্গে কাজ করছে।’’ ইরানের রেভোল্যুশনারি গার্ডের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সংবাদ সংস্থাটিকে তিনি আরো বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) কে সিরিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়ায় তারা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে,‘‘সেখানে এমন পাহাড়ি এলাকায় তারা (আইএস) অবস্থান নিয়েছে, যেখানে তালেবান সরকার যেতেই পারে না। সেখান থেকে তারা তালেবান সদস্যদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমরা এখন তালেবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি।’’ ইরান অবশ্য নিজেদের ভূখণ্ডের সন্ত্রাসী হামলা নিয়েও উদ্বিগ্ন। এক বছরেরও কম সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের সিরাজ শহরে শিয়াদের এক মাজারে দুদুবার হামলা হয়েছে। গত আগস্টে এক বন্দুকধারীর গুলিতে একজন নিহত এবং কমপক্ষে আটজন আহত হয়। তার আগে ২০২২ সালের অক্টোবরে একই স্থানে ভয়াবহ এক হামলায় ১৩ জন নিহত এবং অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছিলেন।

ইরানের ৯৫০ কিলোমিটার (৫৯০ মাইল) এর মতো এলাকা আফগান সীমান্ত সংলগ্ন। দুর্গম পাহাড়বেষ্টিত সেই এলাকায় এককভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জন্যই প্রায় অসম্ভব। এ কারণে সন্ত্রাস দমনের যৌথ উদ্যোগ নিরাপত্তা বিশ্লেষক নিসার আহমাদ সিরাজী। তবে তিনি মনে করেন, শুধু আইএস এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে আফগানিস্তান এবং আফগানিস্তান সংলগ্ন দেশগুলোতে সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ করা যাবে না, কারণ, ‘‘শুধু আইএস নয়, আফগানিস্তানে এখন অন্য জঙ্গি সংগঠনগুলোও সক্রিয়। সেগুলোও আফগানিস্তান এবং আফগানিস্তানের পাশের সব দেশ এবং অঞ্চলের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে।’’ তালেবান সরকারকে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি ইরান। তবে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। অতীতে সন্ত্রাসী হামলা রোধে তার সুফলও পেয়েছে ইরান। সে কথা এখনো স্মরণ করেন ইরানের সংসদ সদস্য মাহমুদ নাবাভিয়ান, ‘‘তালেবানের সহায়তায় অতীতে আমরা পবিত্র নগরী মাশাদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত করেছি।’’

গবেষণা সূর্য আবার তার করোনাকে সবার সামনে প্রকাশ করে না

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে সূর্যের পথ ধরল ভারতের সৌরযান আদিত্য এল১

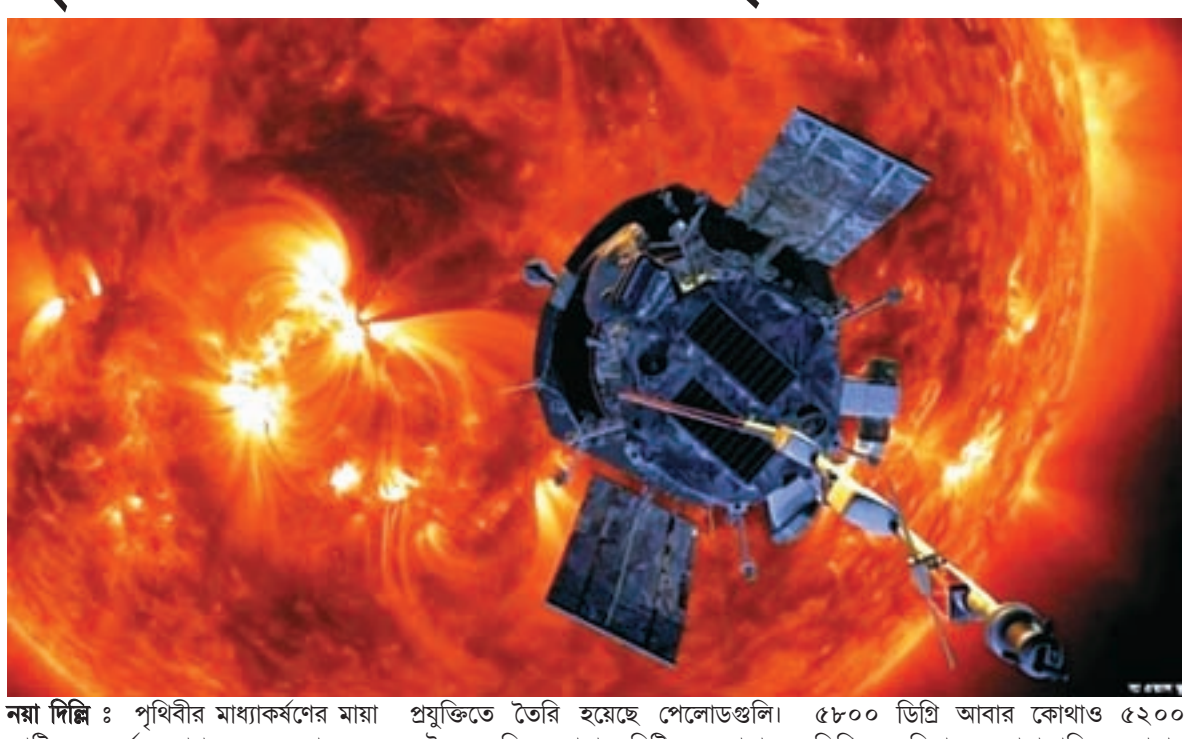

নয়া দিল্লি ঃ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে সূর্যের পথ ধরল ভারতের সৌর্যান আদিত্য এল১। পৃথিবী থেকে এখন সৌরযানের দূরত্ব লক্ষাধিক কিলোমিটার। ঠিক চার মাস পরে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে এল১ পয়েন্টে পৌঁছবে আদিত্য এল১।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানিয়েছে, মরিশাস, বেঙ্গালুরু এবং পোর্ট ব্লেয়ারে ইসরোর ‘গ্রাউন্ড স্টেশন’ রয়েছে। আর সেখান থেকেই সৌরযান আদিত্য এল১কে পর্যবেক্ষণ করছেন বিজ্ঞানীরা।

আদিত্য এল১ এ সাতটি বৈজ্ঞানিক পেলোড রয়েছে। সম্পূর্ণ ভাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে পেলোডগুলি। এই যন্ত্রগুলি করোনাল হিটিং, করোনাল ভর ইজেকশন, প্রি ফ্লেয়ার এবং ফ্লেয়ার অ্যাক্টিভিটি এবং মহাকাশের আবহাওয়ার গতিবিদ্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে।

সূর্যের কাছাকাছি গিয়ে সোলার করোনাকেই দেখবে ইসরোর সৌরযান আদিত্য এল১। করোনা হল সূর্যের একেবারের বাইরের স্তর। পৃথিবীর যেমন অ্যাটমস্ফিয়ার আছে, সূর্যের তেমন অ্যাটমস্ফিয়ার আছে। সূর্যের পিঠ (সারফেস) ও তার উপরের স্তর করোনার মধ্যে তাপমাত্রার ফারাক অনেক। সারফেস এর গড় তাপমাত্রা ৫৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। কোথাও ৫৮০০ ডিগ্রি আবার কোথাও ৫২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। করোনার তাপমাত্রা সেখানে প্রায় ২ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। কখনও তারও বেশি।

এই তাপমাত্রার তারতম্য হতে থাকে সবসময়। করোনা এখন যেভাবে দেখা হবে, ঠিক পর মুহূর্তেই তার রং, আকার বদলে যাবে। সূর্য আবার তার করোনাকে সবার সামনে প্রকাশ করে না। একে দেখতে হলে সূর্যের প্রচন্ড তেজকে ঢাকা দিতে হয়। সেটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তার জন্য হয় সূর্যের কাছাকাছি যেতে হবে, নয়ত সোলার অজারভেটরিতে কৃত্রিম উপায় চেষ্টা করতে হবে। আদিত্য এল১ সৌরযান সূর্যের কাছে গিয়েই তা দেখার চেষ্টা করবে বলে ইসরো সূত্রে জানা গেছে।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

যাত্রীদের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ অসমে অত্যাধুনিক বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পরিচালনার ফলে উত্তর প্রাঞ্চলের মানুষ, বিশেষভাবে অসমের জনগণ দ্রুত গতির সাথে আরামদায়ক রেল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অনুভব করছেন। দেশীয়ভাবে নির্মাণ করা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দেশের রেল ভ্রমণকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। ২৯ মে, ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করেন। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি উদ্বোধনের সময় থেকেই যাত্রা শুরুর স্টেশনের পাশাপাশি যাত্রা পথের সমস্ত স্টেশন থেকে ব্যতিক্রমী যাত্রী পরিপূর্ণতার হার পঞ্জীয়ন করেছে। ট্রেন নং. ২২২২৭২২২২৮ (নিউ জলপাইগুড়ি গুয়াহাটি নিউ জলপাইগুড়ি) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবেশ দ্বার গুয়াহাটির সাথে নিউ জলপাইগুড়িকে সংযুক্ত করেছে। এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উভয় দিক থেকেই যাত্রীদের গড় ভ্রমণের সময় প্রায় দেড় ঘণ্টা হ্রাস করেছে। ট্রেনটি ট্রেডার্স ও ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝাড় ও নিউ বঙাইগাঁওয়ের চারপাশের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া লাভ করেছে। চালু হওয়ার সময় থেকে এর পরিষেবা ভালো পৃষ্ঠপোষকতা পঞ্জীয়ন করেছে। সূচনার সময় থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ট্রেন নং. ২২২২৭ (নিউ জলপাইগুড়ি গুয়াহাটি) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি ৯৬.৯৩ শতাংশ যাত্রীর পরিপূর্ণতা পঞ্জীয়ন করেছে এবং ট্রেন নং. ২২২২৮ (গুয়াহাটি নিউ জলপাইগুড়ি) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি গড়ে ৯৩ শতাংশ যাত্রী পরিপূর্ণতা পঞ্জীয়ন করেছে। নতুন যুগের এই ট্রেনটি দুটি রাজ্যের এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন শহরের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছে। যে সমস্ত যাত্রী এই রুটে ঘন ঘন যাত্রা করেন তাঁদের জন্য এই ট্রেনটি একটি আশীর্বাদ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে কারণ ট্রেনটি যাত্রীদের জন্য একটি সুবিধাজনক ও সময়সাশ্রয়ী বিকল্প।

কোচবিহারে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

কোচবিহারঃ রবিবার রাত আনুমানিক সাড়ে নটা নাগাদ কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের মহিষবাথান এলাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে খুন করা হয় সুশীল চন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তিকে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানানো হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে, এরপর কোচবিহার এমজিএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানান, রবিবার রাত আনুমানিক সাড়ে নটা নাগাদ নিহত সুশীল চন্দ্র দাস যার বাড়ি খাদিজা কাকরী বাড়ি এলাকায়, তিনি নুরুদ্দিনের মোড় মহিষবাতান হয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সেই সময় কেউ বা কারা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে, আমিও বাসিন্দারা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে উদ্যোগী হয়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ঘটনায় জমি মাফিয়া যুক্ত থাকতে পারে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়, এই ধরনের ঘটনা আগে কখনো দেখেনি কোচবিহার।

তদন্তকারী অফিসারের অনুপস্থিতির কারণে চোপড়ার গুলিতে নিহত ব্যক্তি থানায় গিয়েও তার বক্তব্য রেকর্ড করতে পারেনি

উত্তর দিনাজপুর ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট পাওয়া কে কেন্দ্র করে চোপড়ার দীঘাবানা সংঘর্ষে দীর্ঘ টালবাহানার পর আজ গুলিবিদ্ধদের বয়ান রেকর্ড শুরু করল পুলিশ।কিন্তু নির্যাতিতা তার বক্তব্য দিতে থানায় গেলে তদন্ত কর্মকর্তা সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। যার কারণে তিনি ফিরে আসেন। প্রসঙ্গত উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার দীঘাবানা এলাকায় তৃণমূল টিকেট সিলেকশন কে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি হয় ঘটনার দুজন মারা যায় এবং আজ চোপড়া থানায় পুলিশ ডেকে তাদের বয়ান রেকর্ড জন্য কিন্তু এক গুলি বিদ্ধ যখন ব্যক্তি চোপড়া থানায় এসে বয়ান না দিয়ে বাড়ি চলে যেতে হয় কারণ সে তদন্তকারী অফিসার থানাতে ছিলেন না।

মালদা নব দিগন্ত সংঘের উদোগে এবং বিবেক বাহিনী সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবিরের

মালদা ঃ গাজোল ব্লকের রানীপুর গ্রামের অনুষ্ঠিত হলো একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। রবিবার রানীপুর নব দিগন্ত সংঘের উদোগে এবং বিবেক বাহিনী সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ২০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শাহজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উর্মিলা রায় এবং মেম্বার বাদল দাস। রানীপুর নব দিগন্ত সংঘের সদস্য তুষার সরকার জানিয়েছেন , আমাদের এই গ্রামে প্রথম রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ২০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমার মাটি আমার দেশ এর অমৃত কলস যাত্রা অভিযান কর্মসূচি

মালদা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহবানে আজ পুরাতন মালদার মুচিয়া অঞ্চলে শুরু হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমার মাটি আমার দেশ এর অমৃত কলস যাত্রা অভিযান কর্মসূচি।এই কলস যাত্রা অভিযান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল প্রধান পলি দাস উপপ্রধান চিত্তরঞ্জন সরকার,মুচিয়া অঞ্চল কনভেনার প্রবালকান্তি সরকার , ভারতীয় জনতা পার্টির তপশিলি মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি অসিত কুমার সরকার ' জেলা পরিষদ জয়ী প্রার্থী জোসনা সরকার এবং মুচিয়া অঞ্চলের সমস্ত বিজয়ী সদস্যরা । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এম এল এ গোপাল চন্দ্র সাহা । জানাজায় এই দিন মুচিয়া অঞ্চলের সমস্ত বুথের পবিত্র মাটি সংগ্রহ করা হয় আজকের এই কলেজ যাত্রা অভিযানে । এই পবিত্র মাটি সংগ্রহ করে পাঠানো হবে দিল্লি বলে জানা যায় । শুধু মুচিয়া অঞ্চল বলে নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গা থেকে এই পবিত্র মাটি সংগ্রহ করে পাঠানো হবে দিল্লি বলে জানা যাই ।

বৈদ্যুতিক খুঁটিতে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক অস্থায়ী শ্রমিকের

মালদা। বিদ্যুতের পোলে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল অস্থায়ী কর্মীর। মালদার কালিয়াচকের আলিপুর ২ নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা. আহত আরো এক। পরিবার সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম দীপঙ্কর মন্ডল, আহত এক আনন্দ মন্ডল। বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার চরসূর্যাপুরে। কালিয়াচকের আলিপুর এলাকায় ১১০০০ ইলেকট্রিক পোলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় অস্থায়ী ওই কর্মী। উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় পোস্টমোটামের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

নানান সামাজিক মূলক কাজের মধ্যদিয়ে পালিত হয় সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার ৩৫ তম বর্ষে পর্দারপণ

শিলিগুড়ি। সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার ৩৫ তম বর্ষে পর্দারপণ আজ।এই দিনটিকে স্বরণীয় করে রাখতে দিন ভর নানান সামাজিক মূলক কাজের মধ্যদিয়ে পালিত হয় এই দিনটি।সকাল থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা সহ বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ সবটাই হলো সংস্থা প্রাঙ্গণে।এর অঙ্গ হিসাবে ছিল রক্তদান শিবির এই শিবিরে দাগ রেখে যায় সংস্থার সদস্যা শীপ্রা বর্ধন ও তাঁর এক মাত্র সন্তান রহিত বর্ধন।কিছু দিন আগে রহিত বর্ধন ১৮ বছর অতিক্রম করলেন।এই ১৮তেই সমাজের কাজ এগিয়ে এসে প্রথম রক্তদান করলেন।রহিতে কথায় প্রথম প্রথম একটু ভয় কমায়ের অনুপ্রেরণায় এই ভয়কে কাটিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের পাশে দাড়াবার চেষ্টা করলাম।এই রক্তদান সম্পূর্ণ মায়ের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া ।সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার এই দীর্ঘ ৩৫ বছরের পথ চলার ইতিহাস তুলে ধরেন সংইঠনের সম্পাদক আশিষ ব্রহ্ম।তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার এই ৩৫ বছরের সমাজের জন্য সর্বদা তাদের সংগঠন পাশে থাকবেন।এছাড়াও আজ দিনভর স্বাস্থ্য শিবির ঔষধ প্রদান রক্তদান এই সব কর্মকান্ডের মধ্যে পালিত করা হলো ।আজকের এই অনুষ্ঠানে অনেক অতিথির মাঝে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক বিজয়ী ক্যারাটে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মাননা

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের নয়াবস্তি এলাকায় কৃতী ক্যারাটে ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হল। সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত ক্যারাটে চাম্পিয়নশিপে এলাকার ১৮ জন ছাত্রছাত্রী স্বর্ণ কেউ রৌপ পদক জয়ী হয়েছে রবিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হল । এদিন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এস এস বি ৫৩ ব্যাটালিয়ানের জ ওয়ানরা ও নয়াবস্তি ইনচার্জ উপস্থিত ছিলেন।।

উত্তর দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহার উপর হামলা চালায় দলীয় কর্মীরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হাতে আক্রান্ত উত্তর দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা। আক্রান্ত সভানেত্রী রায়গঞ্জ গভ ঃমেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।চৈতালী ঘোষ সাহার অভিযোগ,প্রসেনজিৎ সাহা দলবল নিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে চড়াও হয় এবং তাঁর লোকজনকে মারধর করে সেই সময় তিনি প্রতিবাদ করায় তাঁর উপর চড়াও হয় তাঁরা।মূলত পৌরসভা ভোটের আগে ১৭ নং ওয়ার্ড দখল করতে চেয়ে প্রসেনজিৎ সাহার এই হামলা বলে জানান চৈতালি ঘোষ। অন্যদিকে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী প্রসেনজিৎ সাহা ওরফে চ্যাপলের দাবি, জেলা সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। এলাকায় সমাজকল্যান কাজকে মেনে নিতে না পারার কারনেই তিনি নাটক করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্দে রায়গঞ্জে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।তবে তৃণমূলের অন্দরে এই ঘটনায় দল ব্যবস্থা নেবে বলে জানান রায়গঞ্জ পুরসভার পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস।

বিপ্লবী বিনয় বসু র ১১৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উদযাপন করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম বাঙালি বিপ্লবী বিনয় বসু র ১১৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উদযাপন করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বিপ্লবী বিনয় বসু র ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। পাশাপাশি এদিন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বাঙালি বিপ্লবী বিনয় বসু র জন্মজয়ন্তী শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ে পালন করা হয় শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে।

ফুলবাড়ি তিস্তা ক্যানেলে তলিয়ে যাওয়া যুবক এর দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়িঃ ফুলবাড়ি তিস্তা ক্যানেলে তলিয়ে গেল এক যুবক। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়াই গোটা এলাকায়। ওই যুবকের নাম মৃগাঙ্ক চৌধুরি(২৩)। সে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়া এলাকায় বাসিন্দা। জানা গিয়েছে শনিবারে রাতে দুই বন্ধু মিলে তিস্তা ক্যানেল এলাকায় আসেন। সেই সময় মৃগাঙ্ক হঠাৎই জলে পড়ে যায়।ঘটনার পর বন্ধুর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলেও তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিন সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে এনজেপি থানার পুলিশ ও ডিজাস্টার গ্রুপের সদস্যরা পৌঁছায়। এবং সকাল থেকেই তলিয়ে যাওয়া যুবকের খোঁজ শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলায় দল। সোমবার সকালে উদ্ধার হয় তার দেহ । পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

ঘরের সিলিং এ উঠে পড়লো আস্ত এক কিং কোবরা। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ ফিট লম্বা। বনদপ্তর এবং ময়নাগুড়ি পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের বিশেষ দল গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে

জলপাইগুড়ি ঃ ঘরে সাপ দেখেই চক্ষু চরকগাছ বাড়ির লোকের। পরে অবশ্য দীর্ঘ প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের বিশেষ দল গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে। ঘটনার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী একে তো ১৩ ফিট লম্বা কিং কোবরা অন্যদিকে আবার সেই সাপ পেঁচিয়ে ঝুলে ঘরের সিলিং এ , দেখলেই শিউরে উঠে শরীর। জানা যায় রাতে বিরপাড়া দলগাও রেঞ্জের কাছে এক ব্যাক্তির থাকার ঘরে প্রায় ১৫ ফিট কিং কোবরা সাপ ঢুকে পরে ।দলগাও রেঞ্জের তরফে ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনকে ডাকা হয়।ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি পি,পি,এস,এর টিম পৌঁছে প্রায় ১ ঘন্টার চেষ্টায় সাপটিকে উদ্ধার করে বন দফতরের হাতে তুলে দেন। বন দফতরের তরফে সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। তবে প্রায়সই এধরনের বিষাক্ত সেই সাপ লোকালয় থেকে উদ্ধার করে চলেছেন ময়নাগুড়ি পিপিএস সদস্যরা। এবার তারা নিজেদের এলাকায় পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি পৌঁছে গেলেন বিরপাড়া এলাকাতেও। তাদের এই কাজকে কুর্নিশ জানিয়েছেন মানুষজন।

৪৮ বোতল কাফ সিরাপ ও ৫৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার দুই

শিলিগুড়ি ঃ ৪৮ বোতল কাফ সিরাপ ও ৫৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার দুই।জানা গেছে অভিযুক্তদের নাম হামিরুল শেখ এবং অভিরাজ সিংহ। তারা দুজনেই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। প্রধান নগর থানার পুলিশ ৪৮ বোতল কাফ সিরাপ ও ৫৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তাদের দাগাপুর থেকে গ্রেফতার করেছে।

অসমের চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সরকার

আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে চা শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার নির্দেশ, ২২ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকদের জন্য সুখবর। অতি শীঘ্র চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করতে চলেছে সরকার। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে প্রথম দফার বৈঠক আগামী ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। তবে তার আগেই যা শ্রমিকদের বোনাস আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য চা বাগান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। রাজ্যের চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা সংক্রান্তে একপ্রকার মনস্থির করে নিলেও মজুরি ঠিক কতটা বৃদ্ধি করা হবে সেই ক্ষেত্রে সরকার এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এক্ষেত্রে কয়েক দফা বৈঠক এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরেই মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত বর্তমান ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চা শ্রমিকদের মজুরি ২৩২ টাকা। সেটা ২৫০ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে বরাক উপত্যকায় চা শ্রমিকদের মজুরি বর্তমান ২১০ টাকা রয়েছে। সেটা ২৩৫ টাকা বৃদ্ধি হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্যটির চা শ্রমিকদের মজুরি ১৮ টাকা বৃদ্ধি করেছেন। এবার অসম সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখবে বলে আশা প্রকাশ করছেন চা শ্রমিকরা। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর মহানগরের অসম সচিবালয় জনতা ভবনের নিজের কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন চাষ শ্রমিক দল সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই বৈঠকে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে এই বৈঠকের সময় এখনো নির্ধারণ করে ঘোষণা করা হয়নি। এই আলোচনা সভায় ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ), আসাম টি প্লাঃটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এ টি পি এ), আসাম ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (এ বি আই টি এ), টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টি এ আই), নর্থ ইস্টার্ন টি অ্যাসোসিয়েশন (এন ই টি এ) এবং ভারতীয় চা পরিষদ (বিসিপি) এর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ করবেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই বৈঠকে দুটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন আসাম চা মজদুর সংঘ (এসিএমএস) এবং সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সিটু) কে বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। উল্লেখ্য ২০২২ সালের ১ আগস্ট রাজ্যের চা শ্রমিকদের মজুরি শেষবারের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সেই সময় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চা শ্রমিকদের মজুরি ২০৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৩২ টাকা করা হয়। একইভাবে বরাক উপত্যকায় দৈনিক চা শ্রমিকদের মজুরি ১৮৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২১০ টাকা করা হয়েছিল। এর ফলে রাজ্যের প্রায় ৮০০ টি চা বাগানের ১০ লক্ষ চা শ্রমিকরা লাভান্বিত হয়েছিলেন। দেশের ৫৫ শতাংশ চা অসমে উৎপাদন হচ্ছে। তাছাড়া রাজ্যের ১২৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪০ টি কেন্দ্রে চা শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। ফলে চাষ শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের মজুরি বৃদ্ধির দাবির ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করার সাহস পাচ্ছে না রাজ্য সরকার। তাছাড়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে চা শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া দীর্ঘদিন ধরে এক নিয়মে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৫ সালের পেমেন্ট অফ বোনাস এক্ট এর মাধ্যমে চা শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে আগামী পাঁচ অক্টোবরের আগেই চা শ্রমিকদের দুর্গা পূজার বোনাস দেওয়ার ক্ষেত্রে চা বাগান কর্তৃপক্ষকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

শিখ সক্রিয়বাদী হত্যার তদন্তের আলোকে কানাডা ভ্রমণে সতর্কতা জারি করেছে ভারত

ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ঃ ভারত সরকার কানাডার মাটিতে একজন শিখ সক্রিয়বাদীর হত্যার সাথে জড়িত থাকতে পারে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এ কথা ঘোষণা করার পর, বুধবার ভারত তার নাগরিকদের, বিশেষত ছাত্রদের এবং কানাডায় ভ্রমণ কিংবা বসবাসের পরিকল্পনা করছে, এমন সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য সতর্ক করেছে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কানাডায় ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের চরম সতর্কতা অবলম্বন করার এবং সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। গত বছর কানাডায় অধ্যয়নরত আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই ভারতীয় নাগরিক ছিল বলে জানিয়েছে কানাডিয়ান ব্যুরো অফ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন। এই সংখ্যা অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো বলেন, তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ আছে, গত জুন মাসে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় স্পষ্টভাষী শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার সাথে ভারতীয় সরকারের এজেন্টরা জড়িত। তবে, ট্রুডোর এমন দাবীকে অস্বীকার করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বিষয়টি নিয়ে কানাডা এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। এমনকি উভয় দেশ একে অপরের কূটনীতিকদের বহিস্কারও করেছে। কানাডার গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কী প্রমাণ হাতে নিয়ে তদন্ত করছেন তা স্পষ্ট নয়,

তবে ভারতীয় নেতারা তাদের সরকারকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। মৃত্যুর আগে, চরমপন্থী হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারতে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত ছিল নিজ্জার, যদিও কানাডা এ কথা অস্বীকার করেছে যে সে কখনো কোনো দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেছে । ভারত উদ্বিগ্ন যে কানাডায় খালিস্তানিপন্থী রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেশটিতে আন্দোলনের পরবর্তী ধাপকে উদ্দীপিত করতে পারে। তাই মোদির সরকার বারবার কানাডাকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করার আহ্বান জানিয়ে আসছে। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের বাইরে সবচেয়ে বেশি শিখ সম্প্রদায়ের লোক বাস করে কানাডায়। ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, দেশটিতে প্রায় ৭ লাখ ৭০ হাজার লোক শিখ ধর্মকে তাদের ধর্ম বলে জানিয়েছে।

জাতিসংঘের পার্শ্ববৈঠকে মধ্য এশিয়ার পাঁচজন নেতার সাথে বাইডেনের সাক্ষাৎ

ওয়াশিংটন ঃ রাশিয়া এবং চীনের সীমান্তবর্তী স্থলবেষ্টিত অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার প্রয়াসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ওয়াশিংটনের দৃষ্টি মধ্য এশিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন এমন একটি অঞ্চল যা পশ্চিম দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ফাঁকে বাইডেন কাজাখাস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলোর রাশিয়ার সাথে নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তা সম্পর্ক রয়েছে এবং চীনের সাথে রয়েছে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক। আর এটির বড় রকমের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। অঞ্চলটি সিল্ক রোডের প্রধান ধমনী হিসেবে পরিচিত। সিল্ক রোড হচ্ছে ইউরেশীয় বাণিজ্য রুটের প্রাচীন নেটওয়ার্ক যা ১৫০০ বছরে হচ্ছে ধরে পূর্ব ও পশ্চিমকে সংযুক্ত করেছিল। অধিকার গোষ্ঠীগুলো মানবাধিকারের ওপর জোর দেয়ার জন্য সভাটি ব্যবহার করতে বাইডেনকে অনুরোধ জানিয়েছে। পাঁচটি দেশেরই বিশ্বাসযোগ্য, গুরুতর নির্যাতনের অভিযোগের নথিভুক্ত ইতিহাস রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০২২ সালে কাজাখ রাজনৈতিক বিক্ষোভকারীদের ওপর কঠোর সরকারি দমনপীড়ন, কিরগিজ কর্তৃপক্ষের

দ্বারা আরও দমনমূলক আইনের দিকে বর্তমান পদক্ষেপ এবং তুর্কমেনিস্তানে মানবাধিকার ও স্বাধীন মতপ্রকাশকে আড়াল করা - একটি জাতি এতটাই বিচ্ছিন্ন, নিপীড়নমূলক এবং এর শাসক পরিবারকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে এতটাই নিমজ্জিত যে, এটিকে মধ্য এশিয়ার উত্তর কোরিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাইডেন তার বক্তব্যে মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করেননি, তবে বৈঠকের হোয়াইট হাউজের রিডআউটে তিনি আমাদের দেশগুলো কীভাবে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব, স্থিতিস্থাপকতা এবং সমৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করতে এবং আমাদের সি ফাইভ প্লাস ওয়ান অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মানবাধিকারের অগ্রগতিতে একসাথে কাজ করতে পারে সে সম্পর্কে তার সহপক্ষদের মতামতকে স্বাগত জানিয়েছেন।

স্বচ্ছতার অভাবের কারণে জিম্বাবুয়ে নির্বাচন সংস্কার জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল প্রত্যাহার করছে ইইউ

জিম্বাবুয়ে ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, তারা জিম্বাবুয়ের নির্বাচন কমিশনকে প্রতিশ্রুত ৫০ লাখ ডলারের আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহার করছে। ইইউ দেশটির আগস্টের বিতর্কিত নির্বাচনে স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ করেছে। মঙ্গলবার দিনের শেষে এক বিবৃতিতে হারারেতে ইইউ দূতাবাস বলেছে, জিম্বাবুয়ে নির্বাচন কমিশন যেভাবে দেশটির আগস্টের সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করেছিল সে কারণে ব্রাসেলস জিম্বাবুয়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রতিশ্রুত ৫০ লাখ ডলারের আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহার করেছে। প্রেসিডেন্ট এমারসন মানানগাগওয়া ২৩ আগস্টের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে সিটিজেনস কোয়ালিশন ফর চেঞ্জের নেলসন চামিসাকে পরাজিত করেছেন। সরকারের মুখপাত্র নিক মাংওয়ানা বলেন, আমরা আমাদের সংবিধানের অধ্যায় ১২ অনুযায়ী আমাদের গণতন্ত্রকে জোরালো করে এমন প্রতিষ্ঠান এজন্য তৈরি করিনি যাতে সেগুলো বিদেশীরা অর্থায়ন করতে পারে। জিম্বাবুয়ের নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক মিশনটি ছাড়া অন্যান্য মিশনও জিম্বাবুয়ে নির্বাচন কমিশনের আগস্টের নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতির নিন্দা করেছে।

সাউদার্ন আফ্রিকা ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি মিশন বলেছে, আঞ্চলিক সংস্থার নির্বাচনী নির্দেশিকা পালন করতে পারেনি এই নির্বাচন এবং দেশের সংবিধান ও নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করেছে। বিরোধী দল লেবার, ইকোনোমিস্ট এন্ড আফ্রিকান ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা লিন্ডা মাসারিরা বলেন, আফ্রিকান দেশগুলোকে ইইউ এর সহায়তা ছাড়াই নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। হারারে ভিত্তিক স্বাধীন রাজনৈতিক বিশ্লেষক গিবসন নাইকাদজিনো মাসারিরার সাথে একমত

পোষণ করেছেন। কিন্তু আইনজীবী এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার ব্রাইটন মুতেবুকা বলেন, অর্থ প্রত্যাহারের ইইউ র সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত ছিল। বুধবার জিম্বাবুয়ে নির্বাচন কমিশন ইইউ এর ঘোষণার বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করে।

জাতিসংঘে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে ভারতের অস্বস্তি বাড়ালেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান

তুরস্ক ঃ কানাডার পর তুরস্ক, ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলল এই দেশ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় প্রদত্ত ভাষণে আচমকাই কাশ্মীর নিয়ে সরব হয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তায়েপ এরদোগান। ভাষণে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় অস্থিরতা দূর করতে কাশ্মীরে ন্যায়ের পথে শান্তি প্রতিষ্ঠা জরুরি। সদ্যই অনন্তনাগে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের সঙ্গে ভারতীয় সেনা ও জম্মুকাশ্মীর পুলিশের পাঁচ দিনের লড়াই শেষ হয়েছে। সেনা জঙ্গি সংঘর্ষে অফিসার ও জওয়ান মিলিয়ে চার জন নিহত হয়েছেন। সেনার গুলিতে প্রাণ গিয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গির। কিন্তু তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এমন সময় জাতিসংঘের ভাষণে কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনে আনায় ভারতের কূটনৈতিক মহল বিস্মিত। কাশ্মীর নিয়ে তুরস্কের অবস্থান অবশ্য নতুন নয়। এর আগে তুরস্কের পক্ষ থেকে কাশ্মীরকে জেলখানার সঙ্গে তুলনা টেনে বলা হয়েছিল, সেখানকার ৮৯ লাখ বাসিন্দার রাজ্যের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এরদোগান এবার বলেছেন, কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘদিন বিবাদ চলছে। আর বিবাদ না বাড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা দরকার। কূটনৈতিক মহল মনে করে, এই পরামর্শমূলক বক্তব্যও আসলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ।

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্ক মধুর বলেই কূটনৈতিক মহলের খবর। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ দু'জনের কার্যধারাতেও বেশ মিল। নরেন্দ্র মোদীর মতো এরদোগানও তার দেশে জাতীয়তাবাদকেই প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার করেছেন, মোদীর মতো তার বিরুদ্ধেও দেশের বিরোধী নেতা নেত্রীদের কণ্ঠরোধ, এজেন্সি দিয়ে হেনস্থার অভিযোগ রয়েছে, যে কারণে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমে মোদী ও এরদোগানকে এক করে দেখানো হয়। নতুন করে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে এসেছিলেন তিনি। তবে এরদোগান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের সদস্য পদের দাবিকে সমর্থন করেছেন। বলেন, কেন মাত্র পাঁচটি দেশের (যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য) হাতে গোটা বিশ্বের নিরাপত্তার ভার থাকবে।

সদ্য নিজের দেশে বিপুল ভোটে জিতে ফের ক্ষমতায় ফেরা এরদোগান এর কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার পিছনের কূটনীতি এবং কৌশল বোঝার চেষ্টা করছে নয়া দিল্লি। সেপ্টেম্বরের শুরুতে জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে এসে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে

ব্যবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, অসামরিক বিমান চলাচল এবং জাহাজ চলাচলের মতো সম্ভাবনাময় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি স্থান পায়।

জি২০ গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব ভারত সফলভাবে পালন করায় এরদোগান ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তুরস্কে ভূমিকম্পের পর দ্রুত ত্রাণ পাঠানো এবং 'অপারেশন দোস্ত'এর মাধ্যমে উদ্ধার কার্যে সহায়তার জন্য তিনি ভারতকে ধন্যবাদ জানান।

শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা বাইডেন প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বাংলাদেশকে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা ঃ শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি করতে পারা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করা বাইডেন হ্যারিস প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে বাংলাদেশকে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া শ্রমিক ও ইউনিয়ন সংগঠকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলার পাশাপাশি ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্য এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অন্যায্য শক্তিপ্রয়োগ প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়েছে দেশটি। বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঅপারেশন ফোরাম অ্যাগ্রিমেন্ট (টিকফা) কাউন্সিলের সপ্তম বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র এসব বিষয় বাংলাদেশকে জানায়।

বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ। দুই দেশের প্রতিনিধিদলে বাণিজ্য, শ্রম, মেধা সম্পত্তি ও অন্য প্রাসঙ্গিক সংস্থার কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। টিকফা কাউন্সিলের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। বিশেষ করে শ্রম সংস্কার, সেই সঙ্গে জলবায়ুতে বিনিয়োগ, ডিজিটাল বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে এমন নীতি, মেধা সম্পত্তি সুরক্ষা ও প্রয়োগে এবং কৃষি খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখ করে, একটি ত্রিপক্ষীয় শ্রম আইন পর্যালোচনা কমিটি বাংলাদেশের শ্রম আইন (বিএলএ) সংশোধনগুলো পর্যালোচনা করছে। একই সঙ্গে দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) সংগঠনের স্বাধীনতা এবং সম্মিলিত আলোচনার সুযোগ প্রসারিত করতে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছে।

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন করার সময় শ্রমিকদের যে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা দূর করতে কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও স্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে আইনি সময়সীমার মধ্যে আবেদনগুলোকে সহজে নিবন্ধিত করা এবং নিরপেক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েছে দেশটি। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে শ্রম পরিদর্শন এবং আইন প্রয়োগ কার্যক্রমে আরও বেশি সম্পদ বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র গত এক বছরে বাংলাদেশের তথ্য সুরক্ষা আইন (ডিপিএ) নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ধারাবাহিক সংলাপের প্রশংসা করেছে। দুই পক্ষই ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে আস্থা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ডিজিটাল সেক্টরের উন্নতি অব্যাহত রাখার বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার নিশ্চিত করেছে। ডিপিএ খসড়ার বাংলাদেশের নতুন সংস্করণে আগের সংস্করণগুলোর উন্নতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফৌজদারি দণ্ড অপসারণ, ব্যক্তিগত তথ্যে ডিপিএর সুযোগ সীমাবদ্ধ করা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করে এমন সংস্থাগুলোর আবেদন সীমিত করা। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানি করা তুলার ফিউমিগেশন বা বিষবাষ্পীকরণের মাধ্যমে পতঙ্গমুক্ত করার বাধ্যবাধকতা বাতিলের সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে। দীর্ঘ ২০ বছরের বেশি সময় ধরে এটি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ কৃষি ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারবিষয়ক সংলাপে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে এবং

এই বছরে এ খাতে আরও গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে দুই দেশ কাজ করছে। দুই দেশই অর্থনীতিতে উদ্ভাবন রক্ষার জন্য মেধা সম্পত্তির (আইপি) সুরক্ষা ও প্রয়োগের গুরুত্ব স্বীকার করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র কপিরাইট আইন সংশোধন, শিল্প নকশা আইন, পেটেন্ট বিল ও বাস্তবায়ন প্রবিধান এবং আইপিআর এনফোর্সমেন্ট (আমদানি ও রপ্তানি) বিধিসহ আইপি সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালার সংশোধনের জন্য চলমান প্রক্রিয়াগুলোতে বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত থাকার আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। এ ছাড়া ইউএসটিআর এর ২০২৩ সালের বিশেষ ৩০১ নম্বর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী নকল পোশাকের শীর্ষ পাঁচটি দেশের একটি হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি এসব নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে পরবর্তী টিকফা কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে দুই প্রতিনিধিদল এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

বাইডেনের অভিশংসন তদন্তের প্রথম শুনানি ২৮ সেপ্টেম্বর

ওয়াশিংটন ঃ হাউজ রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্তের প্রথম শুনানি আগামী সপ্তাহে করার পরিকল্পনা করছেন। হাউজ ওভারসাইট কমিটির একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে ছেলে হান্টারের বিদেশে ব্যবসায় বাইডেনের জড়িত থাকার অভিযোগ নিয়ে সাংবিধানিক ও আইনি প্রশ্নের ব্যাপারে আলোচনা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হাউজ স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকানরা সাম্প্রতিক সময়ে দাবি তুলেছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বাইডেনের কর্মকাণ্ড দুর্নীতির সংস্কৃতি প্রদর্শন করেছে। তারা আরও অভিযোগ করেন, তার ছেলে বিদেশি ক্লায়েন্টদের সাথে তার ব্যবসা এগিয়ে নিতে বাইডেন ব্র্যান্ড ব্যবহার করেছেন। মুখপাত্র আরও বলেন, হান্টার বাইডেন ও প্রেসিডেন্টের ভাই জেমস বাইডেনের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ব্যাংক রেকর্ডের জন্য কেনটাকির রিপাবলিকান প্রতিনিধি জেমস কোমার এই সপ্তাহের শুরুতে আদালতের সমন জারি করার পরিকল্পনা করছেন। বিচার বিভাগীয় কমিটির চেয়ারম্যান জিম জর্ডান এবং ওয়েজ অ্যান্ড মিন্স চেয়ারম্যান জেসন স্মিথের সাথে সমন্বয় করে তদন্তের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ম্যাকার্থি কোমারকে নিযুক্ত করেন। হোয়াইট হাউজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার মধ্যে হাউজ রিপাবলিকানদের এই প্রচেষ্টাকে চরম রাজনীতির সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ বলে অভিহিত করেছে। পার্লামেন্টের উগ্র ডানপন্থী সদস্যরা বাইডেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ম্যাকার্থিকে চাপ দেন। অন্যথায় নেতৃত্ব হারাতে হতে পারে, এমন হুমকির মুখে তিনি গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্তের ঘোষণা দেন। একই সময়ে এ মাসের শেষের দিকে ফেডারেল সরকারের শাট ডাউন এড়ানোর জন্য সিম্পকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ডেমোক্র্যাটরা পাল্টা দাবি করে বলেছেন, ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন বিচার বিভাগ বুরিসমার দাবির তদন্ত করে। পর্যাপ্ত প্রমাণ খুঁজে না পাওয়ায় আট মাস পরে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

সাংবাদিকের মেরুদণ্ড দেখলেই মামলা ঠুকে দাও

কোন শাসকের বিরুদ্ধে খবর লিখলেই মামলা ঠুকে দেওয়া হচ্ছে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে? বার বার একই সমাপতন, নাকি নেমেসিস। বছরকয়েক আগের লিক হয়ে যাওয়া একটি ভিডিওর কথা মনে পড়ছে।বীরভূমে তৃণমূলের তৎকালীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল দলীয় বৈঠকে জনৈক ব্যক্তিকে 'গাঁজা কেসে' গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। জনৈক বিরোধী শিবিরের। ফলে 'ভুয়া' গাঁজা কেস দিয়ে তাকে শ্রীঘরে ঢোকানোর বন্দোবস্ত। শ্রী মণ্ডল অবশ্য এখন নিজেই শ্রীঘরে, জেলের ভাত খাচ্ছেন। ভুয়া কেসের ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গে আগে ছিল না, এমন নয়। রাজনৈতিক শত্রুকে সবক শেখাতে ভুয়া কেসে গ্রেপ্তারের ঘটনা আগেও ঘটেছে। বিতর্কিত আইন এনে রাজনৈতিক বন্দিদের বছরের পর বছর জেলে আটকে রাখার ইতিহাসও ভূভারত জানে। তবে গত এক যুগে বর্তমান শাসক দল ভুয়া কেস, ভুয়া অভিযোগের তালিকা কার্যত শিল্পের জায়গায় নিয়ে গেছে। অপছন্দ হলেই তাকে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে মাওবাদী বলে। মনে পড়ছে শিলাদিত্য চৌধুরীর কথা! মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য

তাকে মাওবাদী ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রশ্ন করার দায়ে রাতারাতি মাওবাদী বনে গেছিলেন প্রেসিডেন্সির এক ছাত্রী। তখনো সাংবাদিকদের সরাসরি আক্রমণ করা হতো না। অপছন্দ হলে সাংবাদিকদের পিঠে লাগিয়ে দেওয়া হতো পক্ষপাতের তকমা। ইদানীং, তাদেরও গ্রেপ্তার করার 'চক্রান্ত' শুরু হয়েছে। দেবমাল্যের কথায় ঢোকার আগে ২০২০ সালের ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। ইইউটিউবে একটি চ্যানেল পরিচালনা করেন শফিকুল ইসলাম। সেখানেই রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন সুরজ আলি খান। ২০২০ সালের জুন মাসে মধ্যরাতে পুলিশ তাদের বাড়িতে হানা দেয়। দুই সাংবাদিক তো বটেই গ্রেপ্তার করা হয় শফিকুলের স্ত্রীকেও। অপরাধ, ওই দুই সাংবাদিক এক ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী সময়েআদালত ওই দুই সাংবাদিককে মুক্তি দেওয়ার কথা বলে। প্রশ্ন ওঠে অভিযোগ সত্য হলেও কী ব্ল্যাকমেলিংয়ের অপরাধে কোনো ব্যক্তিকে মাঝরাতে এভাবে গ্রেপ্তার করা যায়? একজন নারীকে এভাবে গ্রেপ্তার করা যায়? তারা তো দাগি অপরাধী নন! শফিকুলের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের সমাজরাজনীতিতে রীতিমতো আলোড়ন ফেলেছিল। বস্তুত, শাসকদলের দিকেই আঙুল উঠেছিল সে সময়। কারণ, তার কিছুদিন আগেই রাজ্যসরকারের দুর্নীতি নিয়ে খবর করেছিল। সে খবরের সত্যতা কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। প্রয়োজনে শাসকদল তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। কিন্তু ওই খবরের পরেই যখন সাংবাদিককে তুচ্ছ মামলায় মাঝ রাতে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন প্রশ্ন তৈরি হওয়া স্বাভাবিক যে, মামলাটি কি ভুয়া? সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কার্যত দেখা গেল সাংবাদিক দেবমাল্যের ক্ষেত্রে। অবৈধ মদের কারবার নিয়ে খবর করেছিলেন দেবমাল্য। সেখানে শাসক এবং প্রশাসনের যুক্ত থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ঠিক তার পরেই দেখা গেল জামিনঅযোগ্য একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হলো তাকে। প্রশ্ন ওঠে, বার বার এমন সমাপতন কি সত্যিই সম্ভব? সাংবাদিক বিশেষ কোনো খবর করলেই কীভাবে জামিন অযোগ্য অপরাধ করে ফেলে সে? কীসের ইঙ্গিতবাহী এই গ্রেপ্তার? দেবমাল্য জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু তার জামিন সাংবাদিকের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টার যথেষ্ট উত্তর নয়। বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক নেতারা যদি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ পেতে পারেন, তাহলে সাংবাদিকেরা পাবেন না কেন? সমস্যা হলো, এই পশ্চিমবঙ্গের শাসকই ভিনরাজ্যে সাংবাদিক খুন হলে, সাংবাদিক নিগ্রহ হলে বড় বড় ভাষণ দেয়। সাংবাদিকপ্রেম দেখাতে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়। তারা ভুলে যান, শাসকের পুরস্কারের প্রয়োজন নেই সাংবাদিকদের। মাথা উঁচু করে সাংবাদিকতা করার পরিবেশটুকুই তাদের কাছে এক এবং একমাত্র পুরস্কার। মাথা উঁচু করে সাংবাদিকদের জন্য সেই পরিবেশের আবহটুকু জারি রাখার সৎসাহসটাই আসলে নেই শাসকপক্ষের। কী কেন্দ্রে, কী রাজ্যে!

জানা অজানা

দুর্গা পূজার আগে ভারতে ৩ হাজার ৯৫০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন

দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ৩ হাজার ৯৫০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বুধবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৭৯ রপ্তানিকারককে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এতে বলা হয়, আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে অনুমোদিত একজন রপ্তানিকারক ৫০ টন ইলিশ রপ্তানি করতে পারবে। তবে ইলিশ রপ্তানিতে ৮টি শর্ত দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে, রপ্তানির অনুমতিপ্রাপ্ত পণ্যগুলোর একটি ম্যানুয়াল পরিদর্শন করবে শুল্ক কর্তৃপক্ষ। প্রতিটি চালান শেষ হওয়ার পরে সমস্ত রপ্তানি নথি অবশ্যই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। কেউ অনুমোদিত পরিমাণের বেশি রপ্তানি করতে পারবে না। অনুমতি কোনোভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং সাবকন্ট্রাক্টিংয়ের মাধ্যমে ইলিশ রপ্তানি করা যাবে না। এর আগে দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে ৫ হাজার টন ইলিশের চাহিদার কথা জানিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীরা। চলতি বছরের ১ সেপ্টেম্বর কলকাতার মাছ আমদানিকারকদের সমিতি কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে এই আবেদন জমা দেয়। গত ৪ সেপ্টেম্বর আবেদনটি পায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত বছর পূজা উৎসব উপলক্ষে ২ হাজার ৯০০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে রপ্তানি করা হয়েছিল ১ হাজার ৩০০ টন ইলিশ। আগের বছরগুলোতেও একই ঘটনা ঘটেছে। অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কম ইলিশ রপ্তানি হয়েছে।

বিশ্ব অ্যালঝাইমার্স দিবস ঃ রোগ নির্ণয় ও ঝুঁকি হ্রাসে চাই সঠিক ব্যবস্থাপনা

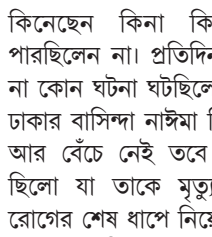

আফরিন শাহনাজ
প্রাবন্ধিক

ইকবাল আহমেদের বয়স ৮১ বছর। এতদিন তিনি নিজের কাজগুলো নিজেই করতে পছন্দ করতেন। রোজ বাজারসদাই করা, বাড়ির ইউটিলিটি বিল দেয়া, নিয়ম করে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া এ সবকিছুই তার রোজকার রুটিনের মধ্যেই ছিলো। তবে হঠাৎ করেই তিনি ছোট ছোট বিষয়গুলো ভুলে যেতে শুরু করেন। নামাজ পড়ে ভুলে যাচ্ছেন যে পড়েছেন। টাকা পয়সা হারাচ্ছেন, বাসার চাবি, আলমারির চাবি কোথায় রাখছেন তা মনে করতে পারছেন না। বাজারে গিয়ে কী কিনবেন মনে করতে পারছেন না কিংবা বাজার না নিয়েই বাড়ি ফিরছেন। ধীরে ধীরে ভুলে যাওয়ার তালিকা বাড়ছে। আজকাল অনেক পুরনো ঘটনাকে তার মনে হচ্ছে, একদুদিন আগের ঘটনা। এ উপসর্গগুলো আসলে অ্যালঝাইমার্স রোগের লক্ষণ।

ইকবাল আহমেদের পুত্রবধু শারমিন সুলতানা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, আমরা যখন থেকে বাবার এই ভুলে যাওয়ার সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারি তখন থেকে দেখেছি, অল্প সময়ের মধ্যে খুব দ্রুতই এটা ছোট বিষয় থেকে হঠাৎ করেই বেশ বড় ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। সে সময়টায় প্রায় প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু ভুলে যাচ্ছিলেন, বড় অংকের টাকা হারাচ্ছিলেন, বাজার করে বাজার ফেলে রেখেই চলে আসতেন। কোন দোকানে রেখেছেন, আদৌ কিনেছেন কিনা কিছুই মনে করতে পারছিলেন না। প্রতিদিনই এ ধরণের কোন না কোন ঘটনা ঘটছিলো।

ঢাকার বাসিন্দা নাঈমা মিতার শাশুড়ি এখন আর বেঁচে নেই তবে তার অ্যালঝাইমার্স ছিলো যা তাকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ রোগের শেষ ধাপে নিয়ে গিয়েছিলো। ভয়েস অফ আমেরিকাকে নাঈমা জানালেন তার শাশুড়ির কথা। বললেন, আমার শাশুড়ির ক্ষেত্রে দেখেছি, খুব দ্রুতই স্মৃতিশক্তি চলে যাচ্ছিলো। তার হাতপা কাঁপতো, পারকিন্সন ছিলো। আস্তে আস্তে চলাফেরাগুলো রেস্ট্রিকটেড হয়ে আসছিলো। আমরা তখন বুঝিনি আসলে আমাদের কী কী করা উচিৎ। এক সময় তিনি অনেক মানুষকে চিনতে পারতেন না। এক্ষেত্রে আসলে যতটা না ওষুধে কাজ করে তারচেয়ে বেশি জরুরী হয়ে পড়ে টেক কেয়ার করাটা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওনার সামনে সারাক্ষণ পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতাম, পুরোনো কথাগুলো মনে করিয়ে দিতাম, শব্দজট খেলতাম। তারপরও একটা পর্যায়ে শাশুড়ি মায়ের বর্তমান সব স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছিলো। তিনি শুধু পুরোনো কথাগুলো মনে করতে পারতেন। তার মনে হতো যে তার ছেলেমেয়েগুলো এখনো সেই ছোট ছোট আছে। তিনি একদম পুরোনো স্মৃতিতে ফিরে গিয়েছিলেন।

অ্যালঝাইমার্স ডিমেনশিয়া মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতায় এক বিশেষ ধরনের সমস্যা, যাকে আমরা স্মৃতিভ্রংশ রোগ বলতে পারি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালএর নিউরোমেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. এস এম আরাফাত আমিন ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিংবা বিভিন্ন জায়গায় বেটা অ্যামিলয়েড নামে কিছু রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় যার ফলে ধীরে ধীরে কোষগুলো তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তি তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

ভুলে যাওয়া বা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলার রোগটিকে মূলত ডিমেনশিয়া বলা হয়। এর আবার অনেক ধরন রয়েছে যার মধ্যে অ্যালঝাইমার্স সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই এটি দেখা যায়। সাধারণত ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে বিভিন্ন কারণে এর চেয়ে অল্প বয়সের ব্যক্তিরও এ ধরণের স্মৃতিক্ষয় রোগ দেখা দিতে পারে। ডা. আরাফাত আমিন বলেন, অল্প বয়সেও অর্থাৎ ৫৫ বছর বয়সের নিচেও যে কোনো ব্যক্তি অ্যালঝাইমার্সএ আক্রান্ত হতে পারেন। সাধারণত জিনগত কারণে এটি হতে পারে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে ApoE4 জিনের কারণে এ রোগটি হতে পারে এবং এই জিনটি যদি পরিবারের অন্যরাও ধারণ করে থাকেন তবে তাদেরও অ্যালঝাইমার্সএ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই স্মৃতিক্ষয় রোগকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে থাকি। এর একটা হলো প্রতিরোধযোগ্য আরেকটি অপ্রতিরোধযোগ্য। অ্যালঝাইমার্স ডিমনেশিয়া ও এ জাতীয় আরো কিছু ডিমেনশিয়া হলো অপ্রতিরোধযোগ্য অসুখ।

ডা. আরাফাত জানান যে বাংলাদেশে এখন গড় আয়ু বেড়েছে। ফলে এদেশে এখন অ্যালঝাইমার্সএর রোগী বেশি দেখা যাচ্ছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন কোনো সমীক্ষা বা পরিসংখ্যান ছিলো না। সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে একটি সমীক্ষা চালানো হয় যার পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.১ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ প্রায় ১১ লাখ মানুষ অ্যালঝাইমার্সএ আক্রান্ত। আর এভাবে চলতে থাকলে ২০৪১ সালের ভেতর এ সংখ্যা দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ হয়ে যেতে পারে।

অ্যালঝাইমার্স এসোসিয়েশেনের ২০২৩ সালের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে এখন আনুমানিক ৬.৭ মিলিয়ন অ্যালঝাইমার্স আক্রান্ত মানুষ রয়েছেন যাদের বয়স ৬৫ বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি। আশংকা করা হচ্ছে, অ্যালঝাইমার্স রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়ের চিকিৎসার অগ্রগতি না হলে ২০৬০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১৩.৮ মিলিয়নে উন্নীত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৯ সাল থেকে অ্যালঝাইমার্সএ ১,২১,৪৯৯ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে এবং দেশটিতে এই রোগটি মৃত্যুর ষষ্ঠ প্রধান কারণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১৯০১ সালে প্রথমবার একজন জার্মান মনোবিদ অ্যালয়েজ অ্যালঝাইমার্স এই রোগটিকে চিহ্নিত করেন, তখন থেকেই এই রোগটিকে তার নাম অনুসারে অ্যালঝাইমার্স রোগ নামে ডাকা হয়ে থাকে। বিগত শতাব্দীতে ৪৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সীদের মধ্যেই এই রোগ সব থেকে বেশি হতে দেখা যায় । ১৯৮৪ সাল থেকে অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল, এই রোগে আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসায় সাহায্য করছে এবং একই সঙ্গে সচেতনতাও তৈরি করছে। ১৯৯৪ সালে সংস্থাটি ২১ সেপ্টেম্বরকে বেছে নেয় বিশ্ব অ্যালঝাইমার্স দিবস হিসেবে। রোগটি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ২১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় অ্যালঝাইমার্স ডে বা বিশ্ব অ্যালঝাইমার্স রোগ দিবস। ২০২৩ সালের এ দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'Never too early, never too late'। এবার দ্রুত রোগ নির্ণয় ও ঝুঁকি হ্রাসের উপর জোর দিয়ে দিবসটির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। কারণ জীবনধারা এবং স্বাস্থ্যগত নিয়মকানুন মেনে চলা অ্যালঝাইমার্স রোগের অগ্রগতিকে ধীর করে দিতে পারে।

এ রোগের চারটি পর্যায় আছে বলে জানালেন ডা. আরাফাত। পর্যায়গুলো হলো আর্লি স্টেজ, মিড স্টেজ, লেট স্টেজ এবং এন্ড স্টেজ। শুরুর দিকে রোগীদের দৈনন্দিন কাজে সমস্যা হতে থাকে। এই প্রতিবেদনের শুরুতে ইকবাল আহমেদের কথা বলা হয়েছে, যার লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গে মিলে যায়। এ পর্যায়ে রোগীরা রোজকার কাজের অনেক কিছুই মনে রাখতে পারে না একটু আগের কর্মকাণ্ড বা ঘটনাবলী মুহূর্তেই ভুলে যান।

ডা. আরাফাত বললেন, এ রোগ মানুষের মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে সাম্প্রতিক ঘটনা, নাম, চেহারা ভুলে যাওয়া, কখনো অল্প সময়ের মধ্যে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি, একটি জিনিস যে জায়গায় রাখার কথা ছিল সেখানে না রেখে অন্য জাগায় অর্থাৎ ভুল জায়গায় রাখা এ কাজগুলো রোগী বারবার করতে থাকেন। বারবার এ ধরণের ঘটনা ঘটার ফলে রোগীর মধ্যে এ্যাংজাইটি বা দুশ্চিন্তা তৈরি হতে থাকে।

মিড স্টেজে গিয়ে রোগী তার বিচারবুদ্ধি ও কার্যসক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকেন। অর্থাৎ যে কোনো একটি কাজ কিভাবে সম্পন্ন করবেন সেটা বিবেচনা করবার ক্ষমতা হারিয়ে যেতে থাকে। সেই সঙ্গে কথা বলবার দক্ষতাও হারিয়ে ফেলেন। যেমন কোনো একটি বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে একটা পর্যায়ে খেই হারিয়ে ফেলেন অথবা কোন শব্দ বা কোন বাক্য বলবেন তা খুঁজে পান না। ধাঁধা, শব্দজট এ ধরণের খেলাগুলো সমাধান করতে পারেন না। পাশাপাশি ঘুমের সমস্যাও শুরু হতে থাকে। এর পরের পর্যায় বা লেট স্টেজে রোগীর মুভমেন্টে সমস্যা হতে শুরু করে। হাতপা কাঁপা বা পারকিন্সন দেখা দিতে পারে। এর সাথে বিহেভিয়ার প্রবলেম হওয়া শুরু হয়। হ্যালুসিনেশন, ডিলুশন ডিজঅর্ডার হতে পারে। রোগী ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যেতে পারে। অকারণ রাগারাগি, চিৎকার চেঁচামেচি করেন।

একদম শেষ পর্যায় বা লেট স্টেজে রোগী বিছানাবন্দী হয়ে যান, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন মানসিক সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে।

রক্তে কোলেস্টেরল ও হোমোসিস্টিনের পরিমাণ বাড়লে অ্যামাইলয়েড বিটা প্রোটিনের উৎপাদন বেশি হয় তখন অ্যালঝাইমার্সএর লক্ষণ প্রকট হয়। এছাড়া হাইপারথাইরয়েডিজম, ওবেসিটি ও হাই ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস, দীর্ঘকাল ধরে মানসিক অবসাদ, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ থাকলে অ্যালঝাইমার্স রোগ হতে পারে। বংশে বাবামা অথবা ভাইবোনের মধ্যে অ্যালঝাইমার্সএর ইতিহাস থাকলে, অতিরিক্ত ধুমপান, মদ্যপান এ রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় বলে জানালেন ডা. আরাফাত। এছাড়া অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এ্যাপনিয়া থাকলেও ভবিষ্যতে অ্যালঝাইমার্স রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায় বলে জানালেন তিনি।

অ্যালঝাইমার্সএর ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কিছু শারীরিক সমস্যা যেমন হাইপারথাইরয়েডিজম, ওবেসিটি ও হাই ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এ্যাপনিয়া এগুলোকে চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এছাড়া ধুমপান, মদ্যপান না করা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা কার্যকরী। লাল চাল, লাল আটা, সামুদ্রিক মাছ, শিমের দানা ও শিম, বাদাম, সবুজ শাকসবজি খাওয়া ভীষণ প্রয়োজন। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বাদাম কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এছাড়া রেড মিট, মিষ্টি জাতীয় খাবার যত কম খাওয়া উচিৎ। নিয়মিত শরীরচর্চা, মেডিটেশন, ব্রেইন স্টর্মিং হয় এমন কাজ, খেলা এগুলোর চর্চা থাকা প্রয়োজন।

ডা. আরাফাত বলেন, অ্যালঝাইমার্সএর রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তার, নার্স, ফিজিওথেরাপিস্টের পাশাপাশি পরিবারের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। আমরা রোগ নির্ণয়ের পর শুরুতেই রোগীর বাড়ির লোককে কাউন্সেলিং করি। রোগের প্রতিটি ধাপে ব্যবস্থাপনা ও পরিবারের লোকের করণীয় নিয়ে তাদের আমরা গাইডলাইন দিয়ে থাকি। নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ রোগীর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো লিখে রোগীর সাথে সাথে রাখা, যাতে সে মনে করতে পারে কিংবা রাস্তাঘাটে হারিয়ে গেলে বাড়ি ফিরতে পারে সেই ব্যবস্থা করা, রোগী ভায়োলেন্ট হয়ে গেলে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং করা প্রয়োজন।

ডা. আরাফাতের মতে, এখানে Palliative care খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি অনিরাময়যোগ্য রোগ। তবে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের লক্ষণ কমিয়ে আনা, ধীর গতি করা সম্ভব। একটা মাল্টিডিসিপ্লিন এ্যাপ্রোচ থাকাটা জরুরী। এ রোগের চিকিৎসায় কিছু ওষুধ ব্যবহার করা হয় যার মাধ্যমে ব্রেইনে জমে থাকা রাসায়নিকগুলোকে কিছুটা অপসারণ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে অ্যালঝাইমার্সএর প্রক্রিয়াটিকে স্লো করা যায়।

সাময়িকী

মেদিনীপুরে কারখানা সৌরভের, ঘোষণা কেন মাদ্রিদে?

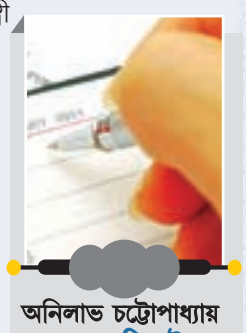

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়
কলামিস্ট

বিনিয়োগ আনতে স্পেন সফরে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ডাকে লন্ডন থেকে মাদ্রিদে আসেন ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গত শুক্রবার স্পেনে আযোজিত শিল্প সম্মেলনে অংশ নেন তিনি। এই মঞ্চ থেকে সৌরভ ঘোষণা করেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে তারা একটি কারখানা গড়তে চলেছেন। সৌরভের কথায়, ''আমরা ২০০৭ সালে একটা ইস্পাত কারখানা চালু করেছিলাম। আগামী ছয় মাসের মধ্যে একটি নতুন কারখানা চালু হবে মেদিনীপুরে।'' সৌরভ জানিয়েছেন, এক বন্ধুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি ইস্পাত শিল্পে বিনিয়োগ করেছেন। এর আগে দুটি কারখানা করেছেন পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল ও বিহারের পাটনায়।

এবার শালবনিতে জিন্দল গোষ্ঠীর ফিরিয়ে দেয়া জমিতে হবে সৌরভের নতুন কারখানা। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ছাড়পত্র দেয়ার জন্য তিনি মাদ্রিদের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী ও তার আমলাদের ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রীর মাদ্রিদ সফরে সৌরভের যোগদান ফুটবল বৈঠকের সূত্রেই বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে ক্রিকেট তারকার ঘোষণা এককথায় 'চমকপ্রদ'। সৌরভ দাবি করেছেন, শালবনির কারখানার জন্য আড়াই হাজার কোটি টাকার বিনিযোগ হচ্ছে। সেখানে ছয় হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

সুদূর মাদ্রিদের এই ঘোষণায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে বাংলায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''কলকাতা, দিল্লি, মুম্বইয়ে এই ঘোষণা কেন করলেন না সৌরভ? রাজ্যে শিল্পের ভাবমূর্তি উদ্ধার করতে তাকে কাজে লাগাতে চাইছে রাজ্য সরকার।''

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ টেনেছেন। তাদের কাছ থেকে পাওয়া সৌরভের জমি নিয়ে আইনি জটিলতার কথা বলেছেন।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিজেপির সমালোচনা উড়িয়ে বলেছেন, ''সৌরভ কোথায় কোন ঘোষণা করবেন, সেটা বিজেপির কাছ থেকে শিখতে হবে? একজন ক্রিকেট তারকা শিল্পে লগ্নি করবেন, এটাই বড় কথা।''

প্রশ্নের মুখে 'আইকন'

বণিকসভার সূত্রে খবর, সৌরভ অনেক বছর ধরে একটি ইস্পাত সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। সংস্থার সূত্র অনুযায়ী, এখানে সৌরভের অংশীদারিত্ব রয়েছে। এদেরই কারখানা তৈরি হবে শালবনিতে। যদিও এ কথা সৌরভ নিজে স্পষ্ট করে বলেননি বা কোনো বিবৃতি জারি করা হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায় প্রশ্ন উঠছে, আগে নির্মিত দুটি কারখানার কথা সৌরভ কেন অতীতে বলেননি? শালবনির কারখানা নির্মাণের প্রস্তুতি সত্ত্বেও কেন সে কথা এতো দিন প্রকাশ্যে আনেননি? ২০০৭ সালে প্রথম লগ্নি করে থাকলেও কেন দেড় দশক পর মাদ্রিদে শিল্পপতি সৌরভ 'আত্মপ্রকাশ' করলেন?

মাদ্রিদে দুই দিনের সফর সেরে সৌরভ সপরিবার লন্ডনে ফিরে গিয়েছেন। এ মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি কলকাতায় ফেরার পর এ সব প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে।

অর্থনীতিবিদ ও আইআইএমএর অধ্যাপক অনুপ সিনহা বলেন, ''সৌরভ কারখানায় বিনিযোগ করতেই পারেন। কিন্তু তার ঘোষণা এত দূরে গিয়ে কেন করতে হলো, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। লগ্নিতে স্পেনের যৌথ সহযোগিতা না থাকলে স্পেনে গিয়ে ঘোষণা করার মানে কী?''

রাজ্যের সাবেক শ্রমমন্ত্রী ও বাম শ্রমিক নেতা অনাদিকুমার সাহু বলেন, ''২০০৭ সালে সৌরভ ক্রিকেট মাঠে দৌড়চ্ছেন। তখন তিনি কীভাবে ব্যবসায় নামলেন?''

মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ বছর পর বিদেশ সফরে গেলেন। তা নিয়েও কটাক্ষ করছে বিরোধীরা। সাহু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী গত ১২ বছরে অনেক বাণিজ্য সম্মেলন করেছেন, কিন্তু কোনো বড় উল্লেখযোগ্য শিল্প রাজ্যে আসেনি। সিঙ্গুর থেকে নয়াচর, ওর বাধাতেই শিল্প হয়নি।'' বাম আমলে রাজ্যে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়েছিল। সেই ধারা যে বিশেষ পাল্টায়নি, তা শ্রম দপ্তরের হিসেবই বলছে। গত নভেম্বরে শ্রমমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, রাজ্যে বন্ধ কারখানার সংখ্যা ১৭৭। বাম শাসনে এই সংখ্যা ছিল ১০০র কম। এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবান্ধব পরিস্থিতির কথা ঘোষণা করেন। যদিও বিরোধীদের মত অন্য। সাহু বলেন, ''তৃণমূলের আমলে কোনো শিল্পের অনুকূল পরিবেশ রাজ্যে নেই। তোলাবাজি আর কাটমানি শিল্পের পরিবেশ নষ্ট করেছে।'' চট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার বন্ধ কারখানা ছড়িয়ে রয়েছে জেলায় জেলায়। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আগামী নভেম্বরে ফের আয়োজিত হবে। তার আগেই শোনা গেল সৌরভের 'চমকপ্রদ' ঘোষণা। তাতে কি শিল্পায়নের খরা কাটবে?

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের দুই লক্ষ বেকারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেবে রাজ্য সরকার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

২৩২৪ সেপ্টেম্বর থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু, আগামী তিন বছরে এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর। চাকরি থেকে বঞ্চিত হওয়া দুই লক্ষ বেকারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভরশীল অসম অভিযানের অধীনে রাজ্যের ২ লক্ষ বেকারকে আত্মসংস্থাপনের জন্য এই আর্থিক অনুদান দেবে সরকার। তাছাড়া আগামী তিন বছরের মধ্যে ফের ১ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়া হবে বলে ছত্রিশগড়ে আযোজিত এক জনসভায় এই ঘোষণা করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত রাজস্থানে আযোজিত জনসভায় অংশ নিতে বুধবার সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর সেখান থেকে নতুন দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিব সহ বিভিন্ন রাজ্যের জেলাশাসক এবং শীর্ষ সরকারি অফিসারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। এই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুই লক্ষ বেকারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভরশীল অসম অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় নতুনভাবে গ্রহণ করা মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভরশীল অসম অভিযান এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি থেকে রাজ্যের মুখ্য সচিব সহ শীর্ষস্থরের সরকারি পদাধিকারীদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

রাজ্যের মুখ্য সচিব সহ শীর্ষস্থরের সরকারি পদাধিকারীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভরশীল অসম অভিযানের অধীনে রাজ্যের ২ লক্ষ বেকারকে আত্মসংস্থাপনের জন্য এই আর্থিক অনুদান দেওয়ার বিষয় বিস্তারিতভাবে আলাপআলোচনা করা হয়েছে। ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার এই প্রকল্প নতুনভাবে হাতে নিয়েছে সরকার। এদিনের আলোচনায় এই প্রকল্পের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমান এই প্রকল্পটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। আগামী ২৩ অথবা ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। ফলে তার আগে যে বিষয়গুলি চূড়ান্ত করার কথা ছিল সেটা আজ আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমান প্রায় ১০ লক্ষ বেকার রয়েছেন। ফলে সরকারের এই আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে বেকাররা ছোট করে হলেও নিজের সংস্থাপনের ব্যবস্থা করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ছত্রিশগড়ে আযোজিত এক জনসভায় অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের আরও ১ লক্ষ যুবকযুবতীতে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। জনসভায় নিজের ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ইতিমধ্যে ৯০ হাজার যুবকযুবতীদের একসাথে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। এই সরকারি চাকরি কোনো ধরনের আউটসোর্সিং কিংবা ঠিকাভিত্তিক নয়। এটা সরাসরি সম্পূর্ণভাবে সরকারি চাকরি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ফলে ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার পর এবার আগামী তিন বছরের মধ্যে আরো ১ লক্ষ বেকার যুবকযুবতীদের সরকারি চাকরি দেওয়ার তিনি প্রচেষ্টা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বিশ্বের অগ্রণী দেশ গুলোর সঙ্গে এগিয়ে যেতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতে হবে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানে ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভস এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেল শীর্ষক একদিনের কর্মশালা আয়োজন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ এবং উচ্চ শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানে ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভস এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেল শীর্ষক একদিনের কর্মশালা। অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন বর্তমান সময়ে বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলোর সঙ্গে এগিয়ে যেতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করার প্রযোজনীতা রয়েছে। এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ ইদানিং শিক্ষা প্রদান এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে বুধবার রাজ্যের উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানে ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভস এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেল শীর্ষক একদিনের কর্মশালার আযোজন করা হয়েছিল। এই কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্য অতিথী হিসাবে সেখানে উপস্থিত থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের দিকে দেশ তথা রাজ্যকে যথেষ্ট এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা কখনো অসুবিধার সম্মুখীন হলেও এক্ষেত্রে পিছিয়ে না এসে সেটা সমাধান করার চেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। যাতে এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয় বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সাক্ষরতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে উন্নত পরিকাঠামোর পাশাপাশি এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষাবিভাগ ইতিমধ্যে অনলাইন এডমিশন, টেলি এডুকেশন, স্মার্ট ক্লাসরুম, অনলাইন শিক্ষকের বদলীকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী দিনগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা বিভাগ এক্ষেত্রে এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এর মাধ্যমে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা প্রযুক্তির সাহায্যে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান গুলোতে শিক্ষা গ্রহণ করার এক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে বলে, মতামত ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন দিন প্রতিদিন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। ফলে এই তথ্য প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়া কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। ফলে বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানতালে এগিয়ে যেতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করার প্রযোজনীতা রয়েছে বলে ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। উল্লেখ্য অসম সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ এবং উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে আযোজিত এই কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিদ্যালয় গুলোর পরিদর্শক অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া এদিনের এই অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ড০ ননীগোপাল মহন্ত, শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বি আর সামাল, সমগ্র শিক্ষার মিশন সঞ্চালক ডঃ ওম প্রকাশ সহ শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ স্তরের অফিসার এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আদিবাসী কুড়মি সম্প্রদায়ের আন্দোলনের জেরে ১৭ ঘণ্টা রেলের চাকা বন্ধ ছিল

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় জ্যাম প্রত্যাহার করা হয়

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার অন্তর্গত নিমডিহ স্টেশনের কাছে তিল্লা রেলগেটের কাছে আদিবাসী কুদমি সম্প্রদায়ের দ্বারা আযোজিত রেল চাক্কা জাম আন্দোলন বৃহস্পতিবার সকালে আলোচনার পরে শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংলাপ করেন আন্দোলনকারীরা। সমাজের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ নেন জয়রাম মাহাতো, প্রভাত কুমার মাহাতো ও পদ্মলোচন মাহাতো। আলোচনা শেষে জেলার জেলা প্রশাসক বৈঠকের বিষয়ে সরকারের মুখ্য সচিবের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানা গেছে। উপরোক্ত বিষয়ের বিষয়ে মুখ্যসচিব ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ঃ৩০ থেকে ১১ টা পর্যন্ত সাক্ষাতের জন্য সময় দিয়েছেন। ওই বৈঠকে টিআরআই পরিচালকও উপস্থিত থাকবেন। এরপর সকাল আটটার পর রেললাইন থেকে সরে যান আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনের নেতৃত্বে

ছিলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক জয়রাম মাহাতো, রাজ্য কমিটির সভাপতি পদ্মলোচন মাহাতো, নিমডিহ গ্রামপ্রধান শ্যামল মাহাতো, জেলা ইনচার্জ প্রভাত মাহাতো, গ্রামপ্রধান রঘুনাথ মাহাতো, গ্রামপ্রধান দীপক মাহাতো, অনুপ মাহাতো, রবীন্দ্রনাথ মাহাতো, জলধর মাহাতো, সকলদেব মাহাতো, বাসুদেব মাহাতো প্রমুখ।

দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সময়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে নিমডিহ স্টেশনের চারপাশে জারি করা ১৪৪ ধারার বাইরে তিল্লা গেটে আন্দোলন করা হয়েছিল। সমাজের আন্দোলনকারীদের নেতা ও সদস্যদের বিরুদ্ধে সরকার ও রেলওয়ের কোনো ধরনের মামলা করা উচিত নয়। আটক সকল আন্দোলনকারীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং কোনো ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা উচিত নয়। আন্দোলনকারীদের দ্বারা রেলের কোনো সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। উল্লেখ্য, কুড়মি সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতিতে অন্তর্ভুক্ত করা, কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে তালিকাভুক্ত করা ও প্রকৃতি ধর্ম কোড বাস্তবায়ন করার দাবিতে বুধবার বিকেল ৩টা থেকে আদিবাসী কুড়মি সম্প্রদায়ের অনির্দিষ্টকালের রেল টেকা ও ডহর ছেঁকা আন্দোলন চলছিল।

পূর্ব ঘোষিত আন্দোলনের অংশ হিসাবে, বুধবার নিমডিহ রেলওয়ে স্টেশন এবং আশেপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করার পরে, আদিবাসী কুড়মি সম্প্রদায় এক কিলোমিটার দূরে তিল্লা রেলগেটের কাছে জড়ো হয়। বিকেল ৩টা থেকে রেলপথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আন্দোলন চলাকালে নারীপুরুষ ও বয়স্ক সব আন্দোলনকারী ঝুমার গানে নাচতে থাকে। এমনকি রাতে, সম্মিলিত খাবারের পরে, আন্দোলনকারীরা মান্দর এবং নাগরার তালে নাচতে থাকে। বিক্ষোভস্থলের আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রেল পুলিশ ছাড়াও মহিলা বল সহ জিআরপি এবং জেলা পুলিশের কর্মীদের সতর্ক রাখা হয়েছিল।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্বাচনী প্রচার সভায় সাধারণ জনতার ব্যাপক সাড়া

মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয় বলে মতামত রাজ্যে বিজেপির

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসমের বাইরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্বাচনী প্রচার সভায় সাধারণ জনতার ব্যাপক সাড়া দেখা গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয় বরং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায়। তিনি বলেন অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি সারা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারাটি নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতের জন্য এক উৎসাহের বিষয়। প্রসঙ্গত সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচার সভায় অংশ নেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্য সফর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড় এবং রাজস্থানের একাধিক নির্বাচনী প্রচার সভায় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। তার প্রতিটি সভায় ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে সাড়া দেওয়া বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় বলেন ভারতের নির্বাচনী প্রচারের ইতিহাসে অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক নেতার প্রভাব নগণ্য। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা সম্পূর্ণ পৃথক বলে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ তার জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে বরঞ্চ হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটকের নির্বাচনের পর সম্প্রতি মধ্য প্রদেশ, ছত্রিশগড় এবং রাজস্থানের নির্বাচনী সভা গুলোতে প্রত্যক্ষ করা গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ১৯ এবং ২০ সেপ্টেম্বর ছত্রিশগড় তথা রাজস্থানের বেশ কয়েকটি নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে ছত্রিশগড়ের সুরজপুর জেলার ভৈয়াথান, বেমেতোরা জেলার নবাগড়, রাজস্থানের লুনি, বিলাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। এই সভা গুলোতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি নিজের ভাষনে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও অসমের সভ্যতার সংস্কৃতির বিষয়ে ছত্রিশগড় তথা রাজস্থানের সাধারণ মানুষকে অবগত করিয়েছেন। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার মাত্র দুই বছরে এক লক্ষ বেকারদের স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার পদ্ধতিতে সরকারি চাকরি দিতে সক্ষম হয়েছে সেটাও তিনি জানিয়েছেন। একইভাবে ছত্রিশগড় তথা রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার পাঁচ বছর কার্যকাল সম্পন্ন করার পর বেকারদের কর্মসংস্থাপন দিতে পারেনি বলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উল্লেখ করেছেন এটা জানান রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশে দুর্নীতি মুক্ত, তুষ্টিকরণ মুক্ত এক সরকার দিতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে ছত্রিশগড় তথা রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসের শাসনে এক বিশেষ ধর্মের ব্যক্তিদের তুষ্টিকরণের মাধ্যমে সব ধরনের সরকারি সুযোগসুবিধা দেওয়ার বিপরীতে গরিষ্ঠ সংখ্যক ব্যক্তি সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায় বলেন মুখ্যমন্ত্রী ১৯ সেপ্টেম্বর রায়পুরে এবং ২০ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের যোধপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এই দুই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি সাংবাদিকদের ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। এভাবে একজন রাজ্য তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যক্তি সারাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়াটি নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতের জন্য এক উৎসাহের খবর বলে মন্তব্য করেছেন দলীয় মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায়।

রাহুল প্যালেস চান্ডিল 'পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর চান্ডিল' অভিযান শুরু করেছে

জামশেদপুর ঃ চান্ডিল বাজারের নোংরা ড্রেন, ময়লাআবর্জনার স্তূপ, নোংরা রাস্তা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে মানুষ অতিষ্ঠ। চান্ডিল বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় চারদিক থেকে দুর্গন্ধ আসে। চান্ডিল বাজারের নোংরা ড্রেন এবং এখানে জমে থাকা ময়লাআবর্জনা থেকে সবসময়ই দুর্গন্ধ ছড়ায়। নোংরা অবস্থা এমন যে রাস্তার পাশের পথচারীদের পক্ষে দুর্গন্ধ সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ড্রেন নিয়মিত পরিস্কার না হওয়ায় বৃষ্টির জল সড়কে বইতে থাকে। প্রধান সড়ক ও ডেম রোডের ড্রেনগুলো নোংরায় ভরা। এটি সরাসরি রোগকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ড্রেন পরিস্কার না করলে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির আশঙ্কা রয়েছে। এদিকওদিক ময়লাআবর্জনা ফেললে একই আবর্জনা বাতাসের গতিপথে উড়ে যায় বা জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে ড্রেনে আটকে যায়।

চান্ডিল বাজারকে ময়লা মুক্ত করতে, রাহুল প্যালেস হোটেল চান্ডিলের মালিক জেএমএম নেতা সহ সমাজকর্মী সুখরাম হেমব্রম ২১ সেপ্টেম্বর থেকে চান্ডিল বাজারে ডাস্টবিন গাড়ির অপারেশন শুরু করলেন। বৃহস্পতিবার সকালে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের মেডিক্যাল অফিসার চান্ডিল, প্রাক্তন জিপ ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবাশীষ রাই, অ্যাডভোকেট মহেন্দ্র কুমার মাহাতো, সমাজকর্মী বিদ্যুৎ দা, আশিস কুন্ডু, নীতীশ দা, শঙ্কর মণ্ডল, কাঞ্চন প্রামাণিক, নন্দু গুপ্ত, বুধেশ্বর গোপ এবং দুখু সিং মুন্ডা থ যৌথভাবে ফ্ল্যাগ অফ করে বাহনটিকে রওয়ানা করেন। এ উপলক্ষে সুখরাম হেমব্রম চান্ডিলের বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যেন তাদের আশেপাশের বাসাবাড়িতে এখানেসেখানে ময়লাআবর্জনা না ফেলে, পরিচ্ছন্নতা অভিযান সফল করতে তাদের ঘরবাড়ি ও আশপাশের আবর্জনা ডাস্টবিন গাড়িতে ফেলে যান। তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মানুষ রোগ ও দূষণ থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেতে পারে। সুখরাম হেমব্রম বলেন, প্রতিদিন সংগ্রহ করা আবর্জনা জনসংখ্যা থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে ফেলা হবে। তিনি বলেন, ময়লাআবর্জনা এমন জায়গায় ফেলা হবে যাতে কারো ক্ষতি না হয়। সুখরাম হেমব্রম হোটেল রাহুল প্যালেসের পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর চান্ডিল প্রচারে সহযোগিতা করার জন্য চান্ডিল বাজারের লোকদের কাছে আবেদন করেছেন।

শিক্ষিত বেকার টেম্পো চালক সমিতি রঘুনাথপুর আয়োজিত বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গান ও নাচ আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ : সুখরাম হেমব্রম

জামশেদপুর ঃ বিশ্বের প্রথম কারিগর ভগবান বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে শিক্ষিত বেকার টেম্পো চালক সমিতি রঘুনাথপুরের উদ্যোগে নিমডিহ মোড় মাঠে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। এ সময় দর্শকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সিনিয়র নেতা সহ সমাজকর্মী সুখরাম হেমব্রম বলেন, গান ও নাচ আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি বলেন, পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পাশাপাশি গাননাচেরও সৃষ্টি হয়েছে। শাস্ত্র অনুসারে দেবলোকেও বিনোদনের জন্য গান ও নৃত্যের আযোজন করা হত। তিনি বলেন, বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে গান ও নাচ হয়ে উঠেছে বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। অনুষ্ঠানে ইউটিউব চ্যানেলের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী পিয়ু রানী মাহাতা ঝুমুর গান ও নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের বিনোদিত করেন। যার মধ্যে 'মুচকি হাঁসে মনটা আমার ভুলালি মনে আগুন আরে বন্ধু জালালি তুমি আমার মনের রাজা আমারেই শুধু রাখবো বুক জড়ায় হে পরান বন্ধু।' 'সিটিক সিটিক জলে আমি একলাই ধান লাগালি আমার বন্ধুয়া কে ভালে ভাল বেলা টাকে ডুবালি' ইত্যাদির মতো সুরেলা গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিমডিহ জেলা পরিষদের সদস্য অসিত সিং পাত্র, টেম্পো চালক সমিতির সভাপতি ডাবলু মারডি, সম্পাদক প্রকাশ দাস, গান্ধী মাহাতো, সুভাষ মাহলি, রাজীব প্রামাণিক, দীনেশ মারদানা, তপন নাগ, উত্তম নাগ, লটিক কর্মকার, জয়ন্ত প্রামাণিক, সন্দীপ দাস, শঙ্কর মাহাতো, বাবলু মাহাতো, সঞ্জয় গোপ, তপন গোপ, গৌর সিং, আলাউদ্দিন আনসারি প্রমুখ।

রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে আর্জেন্টিনার, কমেছে ফ্রান্সের

প্যারিস ঃ আর্জেন্টিনা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে আসে গত এপ্রিলে। এর পর থেকে সিংহাসন ধরে রেখেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আর আজ ফিফা প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে অবস্থানটা আরও দৃঢ় করেছে তারা। বেড়েছে আর্জেন্টিনার রেটিং পয়েন্ট। ৭.৮ রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে লিওনেল মেসির দলের। এর ফলে দুইয়ে থাকা ফ্রান্সের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ল আর্জেন্টিনার। তাদের বর্তমান রেটিং পয়েন্ট ১৮৫১.৪১। গত ২০ জুলাই প্রকাশিত আগের র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট ছিল ১৮৪৩.৭৩।

এ মাসে বিশ্বজুড়ে মোট ১৫৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে। এর মধ্যে আর্জেন্টিনা খেলেছে দুটি। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের অভিযানের শুরুতে মেসির গোলে ১-০ ব্যবধানে ইকুয়েডরকে হারায় আর্জেন্টিনা।

চোটে পড়ায় বলিভিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে পারেননি মেসি। তবে তাঁর অভাব বুঝতেই দেননি বাকিরা। আনহেল দি মারিয়ার নেতৃত্বে ৩-০ গোলে বলিভিয়াকে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শতভাগ সাফল্যের কারণে রেটিং পয়েন্টও বেড়েছে আর্জেন্টিনার। এদিকে ফ্রান্স ইউরো বাছাইয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলেও প্রীতি ম্যাচে হেরে গেছে জার্মানির কাছে। সেটারই প্রভাব পড়েছে রেটিং পয়েন্টে। দুইয়ে থেকে গেলেও কিলিয়ান এমবাপ্পেদের রেটিং ২.৭৮ পয়েন্ট কমেছে। আর্জেন্টিনার মতো রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে ব্রাজিলেরও। তিনে থাকা ব্রাজিলও এ মাসে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুটি ম্যাচই জিতেছে। র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম থেকে সপ্তম পর্যন্ত অবস্থানের কোনো নড়চড় হয়নি। আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ব্রাজিলের পরেই আছে ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া ও নেদারল্যান্ডস। বাংলাদেশও যথারীতি ১৮৯ নম্বরে আছে। তবে এ মাসে ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই ড্র করা জামাল ভূঁইয়ার দলের রেটিং পয়েন্ট ১.৭৯ বেড়েছে। শীর্ষ দশে থাকা দলের মধ্যে এক ধাপ এগিয়েছে পর্তুগাল। এ মাসে ইউরো বাছাইয়ে দুটি ম্যাচই জিতেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দল। ৯ থেকে তারা উঠে এসেছে ৮ নম্বরে। পর্তুগিজদের জায়গা দিতে এক ধাপ নিচে নামতে হয়েছে ইতালিকে। সেরা দশের দল হিসাবে জায়গা ধরে রেখেছে স্পেন। এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে সবার ওপরে আছে জাপান। এক ধাপ এগিয়ে তারা উঠে এসেছে ১৯ নম্বরে। এ ছাড়া কাতার বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে সেমিফাইনালে ওঠা মরক্কোও এক ধাপ এগিয়েছে। আশরাফ হাকিমির দল এখন আছে ১৩ নম্বরে।

স্টার্ক ম্যাক্সওয়েলকে পাওয়ার অপেক্ষা বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার

পর্থ ঃ অস্ট্রেলিয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো প্রস্তুতি আর কী হতে পারে!

ঠিক দুই সপ্তাহ পর ভারতে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। এর আগে ভারতের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজ খেলার সুযোগ পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। পাঞ্জাবের মোহালিতে আগামীকাল প্রথম ওয়ানডে। সেই ম্যাচের সংবাদ সম্মেলনে এসে আজ 'অল্পমধুর' তথ্য দিয়েছেন প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জানিয়েছেন, তিনি পুরোপুরি সেরে উঠলেও পেস বোলিংয়ে তাঁর সঙ্গী মিচেল স্টার্ক ও অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এখনো চোটের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন। কালকের ম্যাচে তাই দুজনকে পাওয়া যাবে না।

কামিন্স বলেছেন, 'আমি খুব ভালো বোধ করছি। বলতে পারেন, শতভাগ ফিট। আশা করি, সব ম্যাচ খেলতে পারব।' এরপরই জানান, কুঁচকির চোট থেকে স্টার্ক ও অ্যাঙ্কেলের চোট থেকে ম্যাক্সওয়েল পুরোপুরি সেরে না ওঠায় আগামীকাল খেলতে পারবেন না, 'ওরা কাল থাকছে না। তবে পরের ম্যাচগুলোয় পাওয়া যাবে।'

স্টার্ক ম্যাক্সওয়েলের মতো তারকারা না থাকলেও অস্ট্রেলিয়ার এই দলটার প্রায় সবারই আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা আছে। তাই কামিন্স মনে করেন, তাঁদের অনুপস্থিতি পারফরম্যান্সে কোনো প্রভাব ফেলবে না, 'দলের অনেকেই আইপিএলের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলে। এখানকার কন্ডিশন সম্পর্কে ওদের স্বচ্ছ ধারণা আছে।'

বিশ্বকাপের আগে দলকে বাজিয়ে দেখার এটাই শেষ সুযোগ। সেরা প্রস্তুতি নিতে এই সিরিজে তাই সবাইকে খেলাতে চান কামিন্স, 'আমরা একেক ম্যাচে একেক ধরনের কম্বিনেশন নিয়ে মাঠে নামব। আশা করি, সামনের কয়েকটি ম্যাচে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর পাব।'

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) প্রায় দেড় মাস আগে বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করার পর থেকে একের পর এক খেলোয়াড়ের চোটের খবর আসতে থাকে। ভারতে যাওয়ার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছে অস্ট্রেলিয়া দল। কবজির চোটে সেই সফরে যেতে পারেননি নিয়মিত অধিনায়ক কামিন্স।

ছিলেন না স্টিভেন স্মিথ, স্টার্ক, ম্যাক্সওয়েলের মতো তারকারাও। ম্যাক্সওয়েল শুরুতে পারিবারিক কারণে ছুটি নিয়েছিলেন। প্রথম সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকতে শুধু ওয়ানডে সিরিজ খেলতে চাননি। কিন্তু অনুশীলনের সময় অ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়ায় পুরো সফর থেকেই ছিটকে যান। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর চলাকালে আরও বড় ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া। চতুর্থ ওয়ানডে হাতে আঘাত পান ওপেনার ট্রাভিস হেড। পরীক্ষায় তাঁর হাড়ে চিড় ধরা পড়ে। যে কারণে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে রাখা হয়নি। এমনকি বিশ্বকাপের প্রথমার্ধেও হেডকে পাবে না অস্ট্রেলিয়া। বাঁহাতি ওপেনারের জায়গায় বিশ্বকাপ দলে ডাকা হতে পারে মারনাস লাবুশেনকে। সদ্য এশিয়া কাপ জেতা ভারতও এই সিরিজে পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামছে না। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) প্রথম দুই ওয়ানডেতে অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো শীর্ষ সারির খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিয়েছে। ২০ মাস পর ওয়ানডে দলে ফেরানো হয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। মোহালিতে আগামীকাল ও ইন্দোরে রোববার ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন লোকেশ রাহুল।

জাতীয় দলের জন্য ভালো খেলোয়াড় খুঁজে পেয়েছেন কাবরেরা

ঢাকা ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ এশিয়ান গেমস ফুটবলে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব২৩ দল নিয়ে খুব বেশি আশা করেনি কেউই। সেটি গ্রুপিং ও দলের সামর্থ্য দেখেই। কিন্তু মিয়ানমার আর ভারতের বিপক্ষে হারের পরও এই দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট হাভিয়ের কাবরেরা। শুধু তাই নয়, এই দল থেকে মূল জাতীয় দলের জন্য বেশ কিছু খেলোয়াড়কে খুঁজে পেয়েছেন বলে আজ জানিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ। ২০১৮ সালে সর্বশেষ জাকার্তা এশিয়াডে বাংলাদেশ দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলেছিল। এবার প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়া একরকম নিশ্চিতই হয়ে গেছে প্রথম দুই ম্যাচে পয়েন্টশূন্য থাকায়। তবে ভারতের বিপক্ষে আজ পেনাল্টি গোলে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা জানিয়ে দিলেন এশিয়াডে তাঁর লক্ষ্য সফল, 'আমরা শুরু থেকেই বলে আসছিলাম, এশিয়াডে ফল কী হবে, সেটি নিয়ে ভাবছি না। এশিয়াডে যে দলটি নিয়ে এসেছি, সেটি তারুণ্যনির্ভর। এই পর্যায়ে খেলার অভিজ্ঞতা খুব বেশি তাদের নেই। তারপরও আমরা লড়াই করতে চেয়েছিলাম। সেটি করতে পেরেছি। দুটি ম্যাচেই আমরা পয়েন্ট তুলে নিতে পারতাম। তবে আমি মনে করি, লক্ষ্য পূরণে আমরা সফল। আমরা জাতীয় দলের জন্য কিছু ভালো খেলোয়াড় চেয়েছিলাম। সেটি আমরা পেয়েছি।' মিয়ানমার আর ভারত দুই ম্যাচেই গোল মিস নিয়ে আক্ষেপ আছে স্প্যানিশ কোচের। বিশেষ করে মিয়ানমারের বিপক্ষে ম্যাচে সুযোগ নষ্ট যে তাঁকে পোড়াচ্ছে, সেটি আজ তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেনও, 'দুই ম্যাচেই গোল মিস করেছি। মিয়ানমারের বিপক্ষে ছয়টি মিস হয়েছে, আপনারা যদি রবিউলের ফ্রিকিকটি ধরেন। ভারতের বিপক্ষে হয়তো অত সুযোগ তৈরি হয়নি। কিন্তু এ ম্যাচেও মিস করেছি। দুটি ম্যাচেই গোল পেলে আমরা জিততেও পারতাম। এটা ঠিক, এশিয়ান গেমসে গোল করতে না পারা আমাদের পয়েন্ট নিতে দেয়নি। অথচ, আমার দলের খেলোয়াড়েরা ভালো খেলেছে দুটি ম্যাচই।' বসুন্ধরা কিংসের কয়েকজন খেলোয়াড়কে পাওয়া যায়নি এশিয়াডের দলে। ওই খেলোয়াড়েরা থাকলে দলটি আরও শক্তিশালী হতে পারত। কিন্তু এএফসি কাপের ম্যাচ থাকায় শেখ মোরছালিন, তপু বর্মণদের ছাড়েনি কিংস। এ নিয়ে অবশ্য কোনো অভিযোগ নেই কাবরেরার। তিনি মনে করেন এএফসি কাপকে অগ্রাধিকার দিয়েই কিংস খেলোয়াড় ছাড়েনি, 'এশিয়ান গেমস ফিফা উইন্ডোর বাইরে। ফলে কিংস খেলোয়াড় ছাড়তে বাধ্য নয়। ওরা এএফসি কাপকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটা ওদের যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তই।'

স্টোকস যেভাবে নিউক্যাসলের হয়ে খেলতে পারেন

লন্ডন ঃ নিউক্যাসলের জার্সিতে খেলছেন বেন স্টোকস, ব্রাইটসের হয়ে তাঁর মুখোমুখি জফরা আর্চার কেমন হবে এমন কিছু ঘটলে?

সত্যিই কিন্তু এমন কিছু দেখা যেতে পারে। তবে ফুটবলে নয়, ক্রিকেটে। ইংলিশ ক্রিকেটাররা প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর হয়ে খেলতে পারেন সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। ইংল্যান্ডের 'দ্য হানড্রেড' ক্রিকেট নিয়ে যে সব চিন্তাভাবনা চলছে, তার একটি হচ্ছে এটি। লন্ডনের দ্য টাইমস জানিয়েছে, ইসিবি (ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড) কর্মকর্তারা দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ এবং বোর্ডের বাজেটে চাপ বৃদ্ধির কারণে 'দ্য হানড্রেড' টুর্নামেন্টটি বাতিল বা অন্য একটি টুর্নামেন্ট দিয়ে সেটিকে প্রতিস্থাপন করার কথা ভাবছেন। প্রতিস্থাপন হতে পারে কাউন্টিভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, যেখানে ফুটবল লিগের মতো করে খেলা হবে।

ইসিবি আগামী মাসে কাউন্টিপ্রধানদের বৈঠকে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরবে। এর মধ্যে আট দল নিয়ে দ্য হানড্রেড যেভাবে চলছে সেভাবে চালিয়ে যাওয়া, টন্টনব্রিস্টল এবং ডারহামভিত্তিক দুটি দল নিয়ে টুর্নামেন্ট ১০ দলের প্রতিযোগিতায় উন্নীত করা এবং সমর্থক বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাউন্টির নামের বদলে সেই কাউন্টির স্থানীয় ফুটবল অথবা রাগবি দলের নামে এর নামকরণ। সে ক্ষেত্রে ডারহামের হয়ে খেলা স্টোকসের দলের নাম হবে নিউক্যাসল ইউনাইটেড, সাসেক্সে খেলা আর্চারের দলের নাম হবে ব্রাইটন।

কাউন্টিগুলো স্থানীয় ফুটবল বা রাগবি ক্লাবের নামধারণের বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছে দ্য টাইমস। আগামী মাসে দ্য হানড্রেড বিষয়ে ইসিবির সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে তাঁরা মতামত জানাবেন। ইসিবির প্রস্তাবনায় প্রতিটি দলের একটি অংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির সুযোগের বিষয়টিও আছে। ১৮টি প্রথম শ্রেণির কাউন্টি অথবা প্রথম শ্রেণি ও ন্যাশনাল কাউন্টির ৩৯টি দল এই প্রকল্পে যোগ দিতে পারে।

ভারতের চন্দ্রাভিযানে যুক্ত কিছু কর্মী বেতন না পেয়ে চাইডলি বিক্রি করছেন

রাঁচি (আনন্দ দত্ত)ঃ চন্দ্রপৃষ্ঠে ভারতের চন্দ্রযান৩ এর সফল অবতরণের দিন, ২৩শে অগাস্ট, যখন ইসরোর বৈজ্ঞানিকরা অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছিলেন, তখন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি সরকারি কারখানার কর্মী দীপক উপরারিয়া ইডলি বিক্রি করছিলেন।

সেই একই সময়ে তার এক সহকর্মী মধুর কুমার মোমো বেচছিলেন, আর আরেক সহকর্মী প্রসন্ন ভাই চায়ের দোকানে খদ্দের সামলাচ্ছিলেন।

অথচ এই দীপক উপরারিয়া, মধুর কুমার বা প্রসন্ন ভাইয়েদেরও সফল চন্দ্রাভিযানের জন্য কিছুটা হলেও তো অভিনন্দন প্রাপ্য ছিল, কারণ এদের কারখানাতে তৈরি লঞ্চপ্যাড থেকেই উৎক্ষেপিত হয়েছিল চন্দ্রযান৩, আর তারও আগে চন্দ্রযান২।

কিন্তু অভিনন্দন তো দূরস্থান, বিগত ১৮ মাস ধরে সরকারি কর্মচারী হয়েও তারা বেতনই পান না, তাই বাধ্য হয়ে ইডলি, মোমো বা চায়ের দোকান খুলেছেন তারা। এরা সবাই কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, এইচইসির কর্মী।

দেড় বছর ধরে বকেয়া বেতনের জন্য আন্দোলন করছেন সংস্থাটির প্রায় তিন হাজার কর্মী।

'মেয়ে দুটো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে'

এইচইসির টেকনিশিয়ান দীপক কুমার উপরারিয়ার দোকানটা রাঁচির ধুরওয়া এলাকায় পুরণো বিধানসভা ভবনের ঠিক সামনে।

সকাল সন্ধ্যায় মি. উপরারিয়া ইডলি বিক্রি করছেন, আর দুপুরে অফিস যাচ্ছেন।

বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, প্রথম কিছুদিন ক্রেডিট কার্ড দিয়ে সংসার চালিয়েছি। তাতে প্রায় দুই লাখ টাকা বিল হয়ে গেল, আমাকে ঋণখেলাপী ঘোষণা করে দিল। তারপর আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ধার দেনা করছিলাম। এখনও অবধি চার লাখ টাকা ধার করেছি। ধার শোধ করতে পারি না, তাই কেউ আর এখন ধার দিতে চায় না। কিছুদিন স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখেও সংসার চালিয়েছি। একটা সময় মনে হচ্ছিল না খেয়েই মারা যাব। তখনই মাথায় এল ইডলির দোকানের ব্যাপারাটা। আমার স্ত্রী খুব ভাল ইডলি বানায়, আর আমি বেচি। এখন তিনচারশো টাকার ইডলি বিক্রি করছি প্রতিদিন। দিনের শেষে ৫০-১০০ টাকা লাভ হচ্ছে, তাই দিয়েই ঘর চালাচ্ছি, বলছিলেন মি. উপরারিয়া।

অথচ তিনি ২০১২ সালে এক বেসরকারি সংস্থার ২৫ হাজার টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে সাড়ে আট হাজার টাকায় এই সরকারি সংস্থার চাকরিতে ঢুকেছিলেন। ভেবেছিলেন সরকারি চাকরি, ভবিষ্যত সুনিশ্চিত থাকবে। কিন্তু এখন সামনে শুধুই ধোঁয়াশা।

দুই মেয়ে তার, দুজনেই স্কুলে পড়ে। এবছর এখনও পর্যন্ত মেয়েদের স্কুলের ফি দিতে পারেন নি তিনি। স্কুল থেকে মাঝে মাঝেই নোটিস পাঠায়।

জানেন, সবার কাছে অপমানিত হতে হয়। মেয়েদের স্কুলে ক্লাস টিচার বলেন এইচইসির বাবা মায়েদের বাচ্চারা সবাই উঠে দাঁড়াও। মেয়ে দুটো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে। ওদের কাঁদতে দেখে আমার বুকটা ফেটে যায়, কিন্তু ওদের সামনে চোখের জল ফেলি না, বলছিলেন মি. উপরারিয়া।

এতটুকু বলে আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না দীপক উপরারিয়া।

২৮০০ পরিবারের একই অবস্থা

এই পরিস্থিতি শুধু দীপক উপরারিয়ার নয়। এইচইসি সংস্থার আরও অনেকেই এইভাবে রোজগারের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মধুর কুমার মোমো বিক্রি করছেন আর প্রসন্ন ভাই চা। মিথিলেশ কুমার ফটোগ্রাফি করছেন আর সুভাষ কুমার অনেক আগে গাড়ি কেনার জন্য যে ঋণ নিয়েছিলেন, তা পরিশোধ না করতে পারায় ব্যাঙ্ক তাকে ঋণ খেলাপি ঘোষণা করে দিয়েছে।

সঞ্জয় তির্কির মাথায় ছয় লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা চেপেছে। টাকা যোগাড় না করতে পারায় শশী কুমারের মায়ে ঠিকমতো চিকিৎসা করানো যায় নি, মা মারা গেছেন। ওই সংস্থার ২৮০০ কর্মী, পরিবার পিছু পাঁচ জন করে হলে সরাসরি ১৪ হাজার মানুষ এই মহাসঙ্কটে পড়েছেন।

কেন বন্ধ বেতন?

রাজ্যসভার সংসদ সদস্য পরিমল নাথওয়ানি এবছরের বর্ষাকালীন অধিবেশনে, অগাস্ট মাসে ভারী শিল্প মন্ত্রকের কাছে এইচইসি সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে সরকার বলেছে যে এইচইসি কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি পৃথক এবং স্বাধীন সংস্থা। কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য সংস্থাটিকেই নিজস্ব সংস্থান তৈরি করতে হবে। ক্রমাগত লোকসানের কারণে বিশাল আর্থিক দায়ের মুখে পড়তে হয়েছে কোম্পানিটিকে।

ভারী শিল্প মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এইচইসি গত পাঁচ বছর ধরে ক্রমাগত লোকসান দিয়ে আসছে। ২০১৮-১৯ সালে সংস্থাটির লোকসান হয়েছিল ৯৩.৬৭ কোটি টাকা, আর সেটাই ২০২২-২৩ সালে দাঁড়িয়েছে ২৮৩.৫৮ কোটি টাকায়।

শুধুমাত্র কর্মচারীদের বেতন দিতেই এইচইসির প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা প্রয়োজন। এছাড়াও, বিদ্যুৎ বিল এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী সিআইএসএফএর বকেয়া পরিশোধের জন্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা দরকার।

এইচইসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এইচইসির মোট দায় প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার।

চন্দ্রাভিযানের এইচইসি যুক্ত নয় ঃ সরকার

যদিও কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করছে না যে চন্দ্রযান৩ এর জন্য আলাদা করে ওই সংস্থাটি থেকে কোনও যন্ত্রাংশ নেওয়া হয়েছে, তবে ভারী শিল্প মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে যে ২০০৩ থেকে ২০১০ এর মধ্যে মোবাইল লঞ্চিং পেডেস্টাল, হ্যামার হেড টাওয়ার ক্রেন, ইওটি ক্রেন, ফোল্ডিং কাম ভার্টিক্যাল রিপজিশনেবল প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি সরঞ্জাম ইসরোকে সরবরাহ করেছে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন বা এইচইসি।

সংস্থাটির কর্মীরা বলছেন তাদের কারখানা ছাড়া ভারতে আর কোথাও মহাকাশযান উৎক্ষেপণের লঞ্চিং প্যাড ইত্যাদি তৈরিই হয় না এবং চন্দ্রযান ৩ উৎক্ষেপণের সময়েও এইচইসির দুজন প্রকৌশলী শ্রীহরিকোটায় গিয়েছিলেন। এখনও ইসরোর জন্য আরেকটি লঞ্চপ্যাড তৈরির অর্ডার পেয়েছে ওই সংস্থাটি।

এইচইসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রেমশঙ্কর পাসওয়ান বলেছেন শুধু ইসরো নয়, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের জন্য একটি একটি পারমাণবিক চুল্লিরও অর্ডার রয়েছে সংস্থাটির, যার

আর্থিক মূল্য ৩০০ কোটি টাকা।

আমাদের ছয় হাজার টনের হাইড্রলিক প্রেস রয়েছে, কিন্তু সেটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। ওই মেশিনে প্রতিরক্ষা খাতের যন্ত্রাংশ তৈরি হত। ওটা যদি ঠিক থাকত তাহলে পারমানবিক চুল্লির কাজটা আমরাই করতে পারতাম। কিন্তু এখন সেটা বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে করাতে হচ্ছে।

যুদ্ধজাহাজ, পারমানবিক চুল্লি, সাবমেরিন...

এইচইসিকে এমনভাবেই গঠন করা হয়েছিল গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে, যাতে তারা অন্য 'কোর শিল্পক্ষেত্র'গুলির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরি করতে পারে। পূর্বতন ইউএসএসআর এবং চেকোস্লাভাকিয়ার সহায়তায় রাঁচিতে বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল এই কারখানা। প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা, পারমানবিক গবেষণা সহ একাধিক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করে দেয় এইচইসি।

ইসরোর জন্য এখন যেমন একটি লঞ্চপ্যাড তারা তৈরি করছে বা ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টারের জন্য পারমানবিক চুল্লি প্রস্তুত ছাড়াও সংস্থাটির হাতে ১৩শো কোটি টাকারও বেশি অর্ডার বা বরাত রয়েছে তাদের হাতে। এইচইসি একটি সুপার কন্ডাক্টিং সাইক্লোট্রনও তৈরি করেছে।

নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনের জন্য 'লো অ্যালয় স্টিল ফর্জিং' তৈরির মেশিন বানিয়েছে, ইসরোর জন্য বিশেষ ধরনের ইস্পাত, পিএসএলভি রকেট উৎক্ষেপণের জন্য মোবাইল পেডেস্টাল, কামানের ব্যারেল, অর্জুন যুদ্ধ ট্যাঙ্কের ইস্পাত, সাবমেরিনের জন্য প্রোপেলার শ্যাফ্ট অ্যাসেম্বলি বানানোর মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এইচইসির।

দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫৫০ হাজার টনের বেশি যন্ত্রপাতি তৈরি ও সরবরাহ করেছে সংস্থাটি।

কেন ক্রমাগত লোকসান?

এইচইসির অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রেমশঙ্কর পাসওয়ান বলছেন, গত চার বছর ধরে কোনও স্থায়ী সিএমডি নেই, প্রোডাকশান ডিরেক্টর নেই। যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ হয় নি।

তার কথায়, আমাদের সিএমডি ডঃ নলিন সিংগাল ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি এইচইসির দায়িত্বপ্রাপ্ত সিএমডি। গত চার বছরে মাত্র চারবার রাঁচিতে এসেছেন। আধুনিকীকরণও হয় নি দীর্ঘকাল।

তবে এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটিকে বাঁচাতে কী সরকার এগিয়ে আসতে পারে না?

রাঁচির বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় শেঠ বলেছেন যে তিনি এই বিষয়টি ভারী শিল্প মন্ত্রকের কাছে ক্রমাগত তুলেছেন।

বিবিসির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মি. শেঠ বলেন, আমি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছি। প্রকাশ জাভড়েকর, অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং মহেন্দ্র নাথ পাণ্ডে যখন মন্ত্রী ছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা করেছি।

বিষয়টি তিনি লোকসভায় তুলেছিলেন।

তবে জবাবে সরকার পরিষ্কার করে বলেছে, এ নিয়ে তাদের কোনও পরিকল্পনা নেই।

তাই দীপক উপরারিয়া আর তার সহকর্মীদের ভবিষ্যৎ সেই ধোঁয়াশাতেই, আপাতত।

টুকরো খবর

দেশে আরও বেশি বেশি কোটিপতি কীসের ইঙ্গিত?

ঢাকা ঃ সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত এক বছরে বাংলাদেশে কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব (অ্যাকাউন্ট) পাঁচ হাজার বেড়েছে। এরমধ্যে তিন হাজারেরও বেশি ব্যাংক হিসাব বেড়েছে মাত্র তিন মাসের মধ্যে। তবে যে হারে কোটি টাকার হিসাব বেড়েছে, সে তুলনায় ক্ষুদ্র আমানতকারীদের আমানত বাড়েনি। এই ভারসাম্যহীনতা দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যাওয়াকে ইঙ্গিত করে বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা। কোনও দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়া মানে সেখানকার ধনীরা আরও ধনী হয়। অন্য দিকে গরিবরা আরও গরিব হয়। যা অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। কোটিপতি কারা?

কোনও ব্যক্তি তার সব সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাংকে কয়েক কোটি টাকা রাখলেন কিংবা লটারিতে এক কোটি টাকা জিতলেন, এতে কিন্তু ওই ব্যক্তিকে কোটিপতি বলা যাবে না। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণে যদি টাকার প্রবাহ কোটি টাকা বা এর বেশি থাকে তখন তাকে কোটিপতি বলা যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী গত বছর জুনে কোটি টাকার হিসাব ছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৪৫৭টি। যা ২০২৩ সালের জুনে এক লাখ ১৩ হাজার ৫৫৪টিতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে কোটি টাকার হিসাব বেড়েছে ৫ হাজার ৯৭টি। এর মধ্যে মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত বেড়েছে তিন হাজারের বেশি। তবে প্রকৃত কোটিপতির সংখ্যা এই ব্যাংক হিসাবের চাইতে আরও অনেক বেশি বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পরিসংখ্যান কোটিপতির প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করে না। অর্থাৎ ব্যাংকে কোটি টাকার হিসাব মানেই কোটিপতি ব্যক্তি নয়। এটি শুধুমাত্র ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত অর্থের হিসাব। কিন্তু এমন অনেক কোটিপতি রয়েছেন যাদের ব্যাংকে হয়তো জমানো অর্থ নেই কিন্তু দেশে ও দেশের বাইরে প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। যার পরিমাণ কোটি টাকারও বেশি। আবার ব্যাংকে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রাখার তালিকায় ব্যক্তি ছাড়াও প্রতিষ্ঠান বা একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারেন। আবার একজনের একাধিক কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব থাকতে পারে। সে হিসেবে দেশে এখন কোটিপতির প্রকৃত সংখ্যা কত, সে বিষয়ে ব্যাংকের এই প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট কোন চিত্র পাওয়া যায় না। এ নিয়ে কোনও পরিসংখ্যানও নেই।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিতে বলা আছে রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে যেখানে কোনও ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে পারবে না। অর্থের মালিক হতে হলে তাকে সেটা কায়িক বা বুদ্ধির শ্রমে উপার্জন করে নিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশে যেভাবে গুটিকয়েক মানুষ এমন দ্রুত কোটি টাকার হিসেব খুলে বসেছেন, তাতে তাদের অর্থের উৎস বা উপার্জনের উপায় নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অরণি বারাকাত। তার মতে এসব কোটিপতি হিসাবধারীদের বেশিরভাগই হয় ঋণখেলাপি, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, নাহলে বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ লুটেরা। যেমন ঃ ব্যাংক থেকে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা তুলে তারা পরিশোধ করছে না, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে অর্থ চুরি করছে, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করছে, ঠিকাদাররা এক টাকা পণ্যের খরচ ১০০ টাকা দেখিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে অবৈধভাবে উপার্জিত কোটিপতিদের অধিকাংশই দুর্নীতির টাকা ব্যাংকে রাখেন না বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান। তার মতে, অবৈধভাবে অর্জিত টাকা হয় বিদেশে পাচার করে দেয়া হয়, না হলে সরকারকে না জানিয়ে নামে বেনামে সম্পদ কেনা হয়। কেননা ব্যাংকে টাকা রাখলে এর কর ও টাকার উৎসের প্রমাণ দিতে হয়। তাই দেখা যায় অবৈধভাবে অর্জিত কোটি কোটি টাকার বেশিরভাগ প্রতি বছর দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। পাচার না হলে কোটিপতির সংখ্যা আরও বাড়ত বলে তার ধারণা।

কোটিপতির সংখ্যা বাড়া সমাজের জন্য ইতিবাচক কিনা সেটা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অরণি বারাকাত। প্রথমত, এখানে কোটি টাকার প্রকৃত মূল্য কতো অর্থাৎ এক কোটি টাকার ক্রয়ক্ষমতা কতো। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, আগে লাখপতি মানেই বিশাল কিছু ছিল। এখন লাখ টাকায় কিছুই হয় না। তেমনটি কোটিপতি বাড়ার সাথে সাথে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যদি অর্থের মূল্য কমে যায়, তাহলে এই কোটিপতি বাড়লে অর্থনীতিতে কোন লাভ নেই। দ্বিতীয়ত, এই কোটি টাকার ব্যাংক হিসেবের উৎস কী। অর্থাৎ কোন উৎস থেকে এই পরিমাণ আয় হয়েছে। মিসেস বারাকাত জানান, বাংলাদেশের যেসব মানুষ কোটি টাকার হিসাব খুলছে, এই টাকা কি তারা উপার্জন করেছেন নাকি অবৈধভাবে অর্জন করেছে সেটার ওপর অর্থনীতির লাভ ক্ষতি নির্ভর করে। যদি কারও বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ শিল্পে বিনিয়োগ হতো তাহলে গরিব মানুষদের কর্মসংস্থান হতো এবং সেই অর্থের সুফল সব স্তরে পৌঁছাত। কিন্তু অবৈধ সম্পদ অর্জনকারীরা কর দেয় না, ঋণ শোধ করে না, দুর্নীতি করে অর্জিত সম্পদের হিসাব দেয় না, সিন্ডিকেট করে গরিব মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেয়, ঠিকাদারি করে লুটপাট চালায়। এই অর্থে নিম্ন স্তরের মানুষের কোন লাভ তো হয়ই না বরং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলেই অরণি বারাকাতের বক্তব্য।

বিশ্লেষকদের মতে, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে একদিকে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি সংকটকে পুঁজি করে বাড়ছে কোটিপতিও। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের বড় অংশই নির্দিষ্ট কিছু মানুষের পকেটে যাচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশে আয়ের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। যা অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। এ নিয়ে অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এই কোটি টাকার হিসাবে দেশে আয় ও সম্পদের বৈষম্য প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা জরিপেও বৈষম্যের এই চিত্র স্পষ্ট। ওই হিসেবের বরাত দিয়ে মি. রহমান বলেন, ২০১৬ সালে বৈষম্যের হার ছিল দশমিক ৪৬, এবং ২০২২ সালে হয়েছে দশমিক ৪৯। অর্থাৎ আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়েছে। এই সংখ্যা যতো ১-এর দিকে যাবে, বৈষম্য ততো বাড়বে। এদিকে সমাজে আয়ের বৈষম্য যেমন বাড়ছে তেমনি ভোগ, ব্যয়, সম্পদ এবং সুযোগের বৈষম্যও বাড়ছে। যার প্রতিফলন বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে। ব্যাংকগুলোয় কোটিপতির হিসাব বাড়লেও ক্ষুদ্র আমানতকারীদের আমানতের পরিমাণ কমে গিয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যেও ছোট প্রতিষ্ঠান তেমন বাড়েনি। কারণ হিসেবে অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন না হওয়ায় এবং ভোগ্যপণ্যের দাম ক্রমেই বাড়তে থাকায় ক্ষুদ্র আমানতকারীরা তাদের আয়ের সাথে ব্যয় সমন্বয় করতে পারছেন না। জীবনযাত্রার বাড়তি ব্যয় মেটাতে গিয়ে নিম্নমধ্য ও স্থির আয়ের মানুষ নতুন করে আর সঞ্চয় করতে পারছেন না। উল্টে তারা ব্যাংক থেকে জমানো টাকা তুলে নিচ্ছেন, সঞ্চয় ভেঙে খরচ করছেন। সঞ্চয়পত্র বিক্রিও অনেক কমে গিয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দিন দিন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কতটা প্রকট রূপ নিয়েছে, তা স্বাধীনতার পরবর্তী থেকে আজ পর্যন্ত দেশের কোটিপতিদের পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচজন। তিন বছর পর ১৯৭৫ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭ জনে। পাঁচ বছর পর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে কোটিপতি ছিলেন ৯৮ জন। ১০ বছর পর ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ৯৪৩ জনে উন্নীত হয়। ২০০১ সালে বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা হয় ৫ হাজার ১৬২ জনে। ২০০৮ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯ হাজার ১৬৩ জনে। ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধিতে বড় ধরনের একটা লাফ দেখা যায়। ২০১৯ সালে দেশে কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩ হাজার ৮৩৯ জনে। ২০২০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৩ হাজার ৮৯০ জন। ২০২১ সালে দেশে কোটিপতি ব্যাংক হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১ হাজার ৯৭৬ জন। এভাবে ধারাবাহিকভাবে বাড়তে বাড়তে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখ ৯ হাজার ৯৪৬টি। কোটিপতি হিসাবের এই বৃদ্ধিকে সমাজে আয় বৈষম্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। সেইসাথে ২০১৮ সালে সম্পদশালী বৃদ্ধির হার ও ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রক্ষেপণ ধরে ওয়েলথ-এক্স'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩ কোটি ডলারের বেশি সম্পদের মালিকদের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হারে বাড়ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য খুব প্রকট হলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেবে এবং পরিস্থিতির উত্তরণ না হলে সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টির আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। মি. রহমান বলেন, এখন এলসি খুলতে বিধিনিষেধের মধ্যেও ধনীদের বিলাসবহুল গাড়ি কিনতে দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে গরিব মানুষ মূল্যস্ফীতির কারণে খেয়ে পরে চলতে পারছে না। এ থেকে স্পষ্ট যে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য বাড়ছে। ব্যাংকের এই প্রতিবেদন এর আংশিক চিত্র মাত্র। তিনি বলেন। সেই সাথে ব্যাংকে কোটি টাকার হিসাব বেড়ে যাওয়ার পেছনে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সীমিত সুযোগের বিষয়টি প্রতিফলিত হচ্ছে বলেও মনে করেন তিনি। মি. রহমান বলেন, বিনিয়োগের সুযোগ কমে গেলেই মানুষ ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখেন। তারা আর উদ্যোক্তা হয়ে এই টাকা বিনিয়োগ করার সুযোগ পান না, কিংবা নিরাপদ ভাবেন না। ব্যাংকে টাকা ফেলে রাখা লোকসানের সামিল। কেন না বর্তমান মূল্যস্ফীতি যদি হয় প্রায় ১০ শতাংশের মতো তাহলে ব্যাংকের সুদের হারের সাথে তুলনা করলে এই টাকার প্রকৃত মূল্য ব্যাংকে রাখলে আরও পড়ে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে নির্দিষ্ট কিছু মানুষেরই আয় বাড়লেও করদাতা বাড়ার কোনও লক্ষণ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা সাড়ে ১৬ কোটির বেশি। কিন্তু গত বছরের হিসাব অনুযায়ী দেশে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) রয়েছে ৭৩ লাখ। আর আয়কর দেন মাত্র ২৩ লাখ মানুষ। বাংলাদেশের কর কাঠামো ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করের চাইতে পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরতা এই আয় বৈষম্যের বড় কারণ বলে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ দেশের নাগরিকের সম্পদ ও আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে আদায়কৃত সরকারি রাজস্বের পরিমাণ তিন ভাগের এক ভাগ। এবং পরোক্ষ কর অর্থাৎ পণ্য ও সেবার উপর যে কর আরোপ করা হয় তা তিন ভাগের দুই ভাগ। যা নাকি বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উল্টো। এই অপ্রত্যক্ষ কর বেশি দেয় সাধারণ ভোক্তা এবং প্রত্যক্ষ কর ধনীদের থেকে বেশি আসে। তাই কোটিপতি বাড়লে প্রত্যক্ষ কর বাড়ার কথা থাকলেও প্রকৃত অর্থে তা বাড়ছে না। চাপটা পড়ছে অল্প আয়ের মানুষদের ওপরেই, বলছিলেন মি রহমান।

এদিকে সরকারি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হলেও বৈষম্যের কারণে এর সুফল সব স্তরে পৌঁছাতে পারছে না। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বলতে বোঝায় বছরে একজন মানুষের মোট আয়কে। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) হিসাব সাধারণত কৃষি, শিল্প, সেবা এবং প্রবাসী আয় এই ৪টি খাত থেকে হিসাব করে করা হয়। এই জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলার। প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসাবে স্থানীয় মুদ্রায় যা তিন লাখ ৩৩ হাজার টাকার মতো। এ হিসাবে গড়ে একজন নাগরিক প্রতি মাসে ২৮ হাজার টাকা আয় করেন। কিন্তু এই অর্থের সুষম বণ্টন তো হয়ই না, বরং তা অল্পসংখ্যক কিছু মানুষের মুঠোবন্দি থাকে বলে জানান অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অরণি বারাকাত।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
22:09:2023

মার্কিন বাজারে জিএসপি বাতিলের এক দশক পরেও তা ফিরছে না কেন?

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্তবাজার সুবিধা বা জিএসপির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর এক দশক পেরিয়ে গেলেও এখনো ঐই সুবিধা ফিরিয়ে আনতে পারেনি বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশে শ্রম পরিবেশ উন্নত করার যে শর্তের কথা বলে জিএসপি তুলে নেয়া হয়েছিল তার বেশিরভাগ এরই মধ্যে পূরণ করা হলেও শ্রম অধিকারের কিছু বিষয় নিয়ে এখনো আপত্তির জায়গা রয়েছে। যার কারণে হয়তো ঐই সুবিধা পেতে বিলম্ব হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। তবে যে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য জিএসপি সুবিধা বাতিল করা হয়েছিল, সেটি দেশের উপর এক ধরণের চাপ প্রয়োগের প্রচেষ্টা ছিল বলেও মনে করেন তারা। কর্ম পরিবেশ উন্নত করার শর্ত দিয়ে ২০১৩ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল করা হয়। এর কারণ হিসেবে তাজরিন ফ্যাশনসে আগুন এবং রানা প্লাজা ধসের পর কলকারখানার কাজের পরিবেশ উন্নত করা সহ শ্রম অধিকারের বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর নাখোশ হওয়ার কথা জানায় যুক্তরাষ্ট্র। এরমধ্যে দুই দেশের বাণিজ্য বাড়ানো ও এ বিষয়ক বাধা দূর করার লক্ষ্যে এক দশক আগে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি বা সংক্ষেপে টিকফা' চুক্তি সই করা হলেও এর আওতায় জিএসপি সুবিধা নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত আসেনি।

কানাডার নাগরিকদের জন্য ভিসা বন্ধ করলো ভারত

ব্রিটিশ কলম্বিয়া । কানাডার নাগরিকদের জন্য ভিসা সেবা বন্ধ করেছে ভারত। কানাডায় একজন শিখ নেতাকে হত্যার ঘটনা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে এমন পদক্ষেপ আসলো।

ভিসা সেবা দাতা প্রতিষ্ঠান বিএলএস ভারতীয় মিশন থেকে একটি বার্তা পোস্ট করে জানিয়েছে, 'পরিচালনা সংক্রান্ত কারণে' এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। চলতি সপ্তাহে শিখ নেতা হারদিপ সিং নিজ্জার হত্যার পেছনে ভারতের সম্পৃক্ততার 'বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ' তদন্ত করে দেখছে কানাডা - এমন মন্তব্যের পর দুই দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ভারত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ওই অভিযোগকে 'অযৌক্তিক' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, কয়েক মাস ধরে চলতে থাকা দুই দেশের খারাপ সম্পর্ক এখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

ভিসা বন্ধ করার খবর বিএলএস এর ওয়েবসাইটে প্রথম বৃহস্পতিবার পোস্ট করে জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ভারতীয় মিশনের গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ পরিচালনা সংক্রান্ত কারণে, পরবর্তী নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত ভারতীয় ভিসা সেবা বন্ধ থাকবে। এ ব্যবস্থা ২১শে সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর হবে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি এবং তিনি বিবিসিকে বিএলএস এর ওয়েবসাইটের বরাত দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

কানাডায় অবস্থানরত বা ভ্রমণকারী ভারতীয় নাগরিকদের এক নির্দেশনায় 'সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন' করার পরামর্শ দেয়ার একদিন পর এই পদক্ষেপ আসলো।

ওই নির্দেশনায় অভিযোগ করা হয়, কানাডায় ভারত বিরোধী কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে হেইট ক্রাইম এবং অপরাধমূলক সহিংস কার্যক্রম বাড়ছে।

কানাডায় প্রায় ১৪ লাখ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ রয়েছেন। দুই হাজার ২১ সালের এক জরিপ অনুযায়ী কানাডার মোট জনসংখ্যার তিন দশমিক সাত শতাংশ মানুষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

এরপর ২০২২ সালে কানাডায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী পাঠিয়েছে ভারত, সংখ্যায় সেটি প্রায় তিন লাখ ২০ হাজার।

এই সংখ্যা কানাডার মোট বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রায় ৪০ শতাংশ।

গত বুধবার কানাডায় থাকা বা ভ্রমণকারী ভারতীয় নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়।

দিল্লি বলছে, সম্প্রতি তাদের কূটনীতিক এবং ভারত বিরোধী কর্মসূচী সমর্থন করে না এমন ভারতীয়দের লক্ষ্য করে হুমকি দেয়া হয়েছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সোমবার বলেন, কানাডার নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জার এর হত্যাকাণ্ডে 'ভারত সরকারের গুপ্তচরেরা' জড়িত কিনা তা তদন্ত করে দেখছে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা।

মি. সিংকে ২০২০ সালে সন্ত্রাসী ঘোষণা করে ভারত।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় গত ১৮ই জুন একটি শিখ মন্দিরের বাইরে মুখোশ পরা দুই জন বন্দুকধারী নিজের গাড়িতে গুলি করে হত্যা করে নিজ্জারকে।

সোমবার কানাডার পার্লামেন্টে মি. ট্রুডো বলেন, কানাডার মাটিতে কানাডার কোন নাগরিকের হত্যাকাণ্ডে বাইরের কোন সরকারের জড়িত থাকাটা আমাদের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন যা অগ্রহণযোগ্য।

ভারত এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, কানাডা খালিস্তানি সন্ত্রাসী এবং চরমপন্থীদের ওপর থেকে নজর ঘুরানোর চেষ্টা করছে, যাদেরকে সেখানে আশ্রয় দেয়া হয়েছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে থাকা শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খালিস্তান বা শিখদের জন্য আলাদা দেশের দাবির বিরুদ্ধে বরাবরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত সরকার।

ভারতে খালিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল ১৯৮০ এর দশকে। সেসময় শিখ-সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব রাজ্যে একটি সহিংস বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শক্তি প্রয়োগ করে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল এবং ভারতের এর এখন আর খুব বেশি দাপট নেই। তবে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্যের কিছু শিখ ডায়াসপোরা সম্প্রদায়ের মধ্যে এটির এখনো জনপ্রিয়তা আছে।

পাঞ্জাবের বাইরে কানাডায় সর্বোচ্চ সংখ্যক শিখ বসবাস করেন।

দেশটিতে প্রায় সাত লাখ আশি হাজার শিখ রয়েছে যারা কানাডার মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই শতাংশ।

সেখানে খালিস্তানের পক্ষে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত জুনে, ভারত নিজেদের কূটনীতিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে কানাডার কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছিল।

চলতি সপ্তাহের সোমবার কানাডার হাউজ অব কমন্সে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, কানাডার নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জারের হত্যার ঘটনায় ভারত সরকারের গুপ্তচরদের জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ নিয়ে কানাডার নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ করছে।

পার্লামেন্টের ভাষণে তিনি বলেন, কানাডার গভীর উদ্বেগের কথা ভারত সরকারের শীর্ষ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। গত সপ্তাহে জি টুয়েন্টি সম্মেলনের মধ্যে বিষয়টি আমি ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছি।

মূলত মি. ট্রুডোর ওই বক্তব্যের পরই দুই দেশের পাল্টাপাল্টি বিষোদগার আর ব্যবস্থা গ্রহণের পালা শুরু হয়।

দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের এতটাই অবনতি হয় যে একে অপরের একজন করে শীর্ষ কূটনীতিককে বহিস্কার করে একেবারে শুরুর দিনই।

মি. ট্রুডোর ওই ভাষণের পরে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রী মেলানি জলি ঘোষণা করেন যে এক শীর্ষ ভারতীয় কূটনীতিককে তারা বহিস্কার করছে।

ভারতের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ওই কূটনীতিক পবন কুমার রাই ভারতের বহির্দেশীয় গুপ্তচর এজেন্সি আর এন্ড এ ডব্লিউয়ের অফিসার।

এর পরে মঙ্গলবারই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক ডেকে পাঠায় দিল্লিতে কানাডার রাষ্ট্রদূত ক্যামেরুন ম্যাকেকে।

কানাডার এক সিনিয়র কূটনীতিককে পাঁচ দিনের মধ্যে ভারত ছাড়তে বলা হয়।

মি. নিজ্জারকে হত্যার ঘটনায় ভারত সরকারের জড়িত থাকার গুরুতর এই অভিযোগকে দিল্লি 'মনগড়া' এবং 'উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বলে নাকচ করে দিয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী মঙ্গলবার টুইট করে লেখেন, এই ধরণের ভিত্তিহীন অভিযোগ খালিস্তানি সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থীদের ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। যারা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি একটা হুমকি, তাদের কানাডায় আশ্রয় দেওয়া চলছে।

সম্প্রতি জি টুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

তবে ওই শীর্ষ সম্মেলনেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করার কারনে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা আরও বেড়ে যায়।

দেখা গেছে যে শীর্ষ সম্মেলনের সময় মি. ট্রুডো নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে করমর্দন করেই দ্রুত সেখান থেকে সরে যান।

এরপর জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কানাডায় খালিস্তানপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠনের কার্যকলাপের বিষয়টি উত্থাপন করেন নরেন্দ্র মোদী।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয় যে বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মি. মোদী। তবে জাস্টিন ট্রুডো বলেন যে কানাডা সবসময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে।

তার মতে, এটি এমন একটি বিষয় যা কানাডার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার সহিংসতা প্রতিরোধ এবং বিদ্বেষ কমাতেও কানাডা সবসময়েই প্রস্তুত। তার কথায়, এটাও মনে রাখতে হবে যে, কিছু ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সমগ্র কানাডিয়ান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না।

জি টুয়েন্টি সম্মেলন থেকে ফেরার সময়ে মি. ট্রুডোর বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান নামের যে বিশেষ বিমানটি ব্যবহার করেন, সেটিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিতে চেয়েছিল ভারত।

তবে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় কানাডা।

দুদিন দিল্লিতে অপেক্ষা করতে হয় জাস্টিন ট্রুডোকে। আর তিনি দেশে ফেরার পরেই কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী মেরি এনজির এক মুখপাত্র জানান, যে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল, তা স্থগিত করা হচ্ছে।

এদিকে, কানাডা আর ভারতের এই উত্তেজনা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোও শংকিত হয়ে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো চাইছেন যে কানাডার মিত্র দেশগুলি এ ঘটনায় তাদের পাশে দাঁড়াক। এর মধ্যে রয়েছে কমনওয়েলথ ছাড়াও কানাডা নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ নেটো এবং জি৭-এর সদস্য।

মি.ট্রুডো চান এই দুটি গোষ্ঠী ভারতের বিরুদ্ধে আনা তাদের অভিযোগগুলি গুরুত্ব সহকারে দেখুক। ভারত জাস্টিন ট্রুডোর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে যে এটি কানাডায় 'খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের' আশ্রয় দেওয়ার ইস্যু থেকে মনোযোগ ঘোরানোর জন্য করা হচ্ছে।

নাগোর্নো কারাবাখে সামরিক অভিযান স্থগিত করলো আজারবাইজান

আজারবাইজান (এজেন্সী) ঃ আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট নাগোর্নো কারাবাখের ওপর তার দেশের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। জাতিগত আর্মেনিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টার সামরিক অভিযানের পর তিনি এ ঘোষণা দেন।

কারাবাখ বাহিনী আত্মসমর্পনে রাজি হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ তার দেশের সেনাবাহিনীর 'বীরত্বে'র প্রশংসা করেছেন।

প্রায় এক লাখ বিশ হাজার আর্মেনিয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ দক্ষিণ ককেশাস ছিটমহলে বাস করেন যেটি আন্তর্জাতিকভাবে আজারবাইজানের অংশ হিসেবে স্বীকৃত। দেশটি এখন পুরো অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী।

মঙ্গলবার দেশটির সামরিক বাহিনী সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে এবং দাবি করে যে কারাবাখ বাহিনী সাদা পতাকা উত্তোলন করেছে এবং তাদের 'অবৈধ রাজত্বের' অবসান ঘটিয়েছে। প্রতিবেশী আর্মেনিয়ার কোনো সমর্থন ছাড়াই প্রায় নয় মাসের কার্যকর একটি অবরোধের পর এথনিক আর্মেনিয়ানরা হাল ছাড়লো। তবে আর্মেনিয়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে সাত জন বেসামরিক নাগরিকসহ অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছে আর আহত হয়েছে আরও অন্তত দুশো জন।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আর্মেনিয়ানদের মানবাধিকার বিষয়ক একজন কর্মকর্তা দাবি করেছেন যে অন্তত দুশো জন নিহত হয়েছে আর আহত হয়েছে আরও প্রায় চারশো মানুষ।

তবে বিবিসি এসব সংখ্যাকে নিরপেক্ষ কোনো সূত্র থেকে যাচাই করতে পারেনি।

বুধবার সন্ধ্যায় আর্মেনিয়ার কর্মকর্তারা যুদ্ধবিরতির পরেও দু দেশের সীমান্তে গোলাগুলির জন্য আজারবাইজানকে অভিযুক্ত করে, তবে দেশটি সঙ্গে সঙ্গেই এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। ওদিকে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানে হাজার হাজার মানুষ সংকট নিরসনে ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনইয়ানের পদত্যাগের দাবি করে বিক্ষোভ করেছে।

আজারবাইজানের সেনাবাহিনী বলেছে, উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হওয়ার আগেই তারা জাতিগত আর্মেনিয়ানদের কাছ থেকে অন্তত ৯০ টি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

ওই এলাকায় আগে থেকেই থাকা রাশিয়ান শান্তিরক্ষীদের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।

আজারবাইজান এবং রাশিয়ার তৈরি করা যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী কারাবাখের স্থানীয় বাহিনীকে পুরোপুরি বাতিল ও নিরস্ত্র করতে হবে। একই সাথ আর্মেনিয়ার বাহিনীকেও সেখান থেকে সরে যেতে হবে। যদিও আর্মেনিয়া বরাবরই সেখানে তার সামরিক উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে আসছে।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট অফিস থেকে বলা হয়েছে কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার ইয়েভলাখ শহরে কারাবাখের আর্মেনিয়ান প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসবে।

প্রেসিডেন্ট আলিয়েভ বলেছেন আজারবাইজান ওই অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, শুধু 'ক্রিমিনাল জান্তা'র বিরুদ্ধে।

কারাবাখের আঞ্চলিক রাজধানী খানকেন্দির প্রায় একশ কিলোমিটার উত্তরে হলো ইয়েভলাখ শহর। এটি আর্মেনিয়ানদের কাছে স্টেপনাকার্ট নামে পরিচিত।

কারাবাখের একজন সাংবাদিক মারুত ভেনিয়ান জানিয়েছেন বহু মানুষ মঙ্গলবার রাত বাড়ির বেজমেন্টে কাটিয়েছে। আমি ঘুমাতে পারিনি ও কিছু খাইনি। এখন পরিস্থিতি শান্ত কিন্তু ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করছে। এখনি রক্তপাত বন্ধ হওয়া দরকার। রাশিয়া বলছে তাদের শান্তিরক্ষীরা অন্তত দু হাজার মানুষকে কারাবাখের গ্রামীণ এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়েছে। যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরে কারাবাখের কর্মকর্তারা মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রেই থাকতে এবং বিমানবন্দরের দিকে না যেতে বলেছেন।

কারনেজি ইউরোপের ককেশাস বিশেষজ্ঞ থমাস ডি ওয়াল বলেছেন যুদ্ধবিরতির শর্ত ও আলোচনা সবই হচ্ছে আজারবাইজানের পক্ষে এবং সেখানে আর্মেনিয়ানদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়নি। দুঃখজনক ভাবে আমরা এমন একটি বিষয় দেখছি যাতে কারাবাখের আর্মেনিয়ানদের জন্য আজারবাইজান অল্প কিছুই অফার করেছে। ফলে সবাই না হলেও অধিকাংশই ওই এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবে। আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনইয়ান বলেছেন এই যুদ্ধবিরতি বিষয়ে এবং মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি রাশিয়ান শান্তিরক্ষীদের দায়িত্বে দেয়ার দাবির বিষয়ে তার দেশের কোনো যোগসাজশ নেই।

মঙ্গলবার তিনি কারাবাখে জাতিগত নিধনের অভিযোগ এনেছিলেন আজারবাইজানের বিরুদ্ধে। আজারবাইজানের প্রেসিডেন্টের একজন দূত বিবিসিকে বলেছেন রাশিয়ানরা যুদ্ধবিরতির বিষয়ে সহযোগিতা করেছে। আমি মনে করি এখন তাদের এই চুক্তি কার্যকরের বিষয়টি দেখতে হবে।

নাগোর্নো কারাবাখ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে গত চার দশক ধরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া। নাগোর্নো কারাবাখ আজারবাইজানের বলেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এটি নিয়ন্ত্রণ করে জাতিগত আর্মেনিয়ানরা।

২০২০ সালে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধ হয় যাতে কয়েক হাজার মানুষ মারা যায়। তবে তুরস্কের সহায়তায় আজারবাইজান ছিটমহল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জাতিগত আর্মেনিয়ানদের এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

গত নয় মাস আর্মেনিয়া থেকে কারাবাখে যাওয়ার একমাত্র সড়কটি আজারবাইজান বন্ধ করে রেখেছিলো। এ পথটি লাচিন করিডোর হিসেবেও পরিচিত। এর ফলে ছিটমহলগুলোতে থাকা জাতিগত আর্মেনিয়ানরা খাদ্য ও ঔষধসহ দরকারি জিনিসপত্রের সংকটের কথা বলছিলো। কারণ আর্মেনিয়া তাদের সহায়তা করতে পারছিলো না।

তবে সম্প্রতি কিছু ত্রাণ সহায়তা সেখানে নেয়ার অনুমতি পাওয়া যায়।

২০২০ সাল থেকে প্রায় দু হাজার রাশিয়ান শান্তিরক্ষী ওই এলাকায় অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়ানদের আগ্রহ কিছুটা কমে যায়।

গত মে মাসে আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে বলা হয় যে তার দেশ কারাবাখকে আজারবাইজানের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি আছে। বিনিময়ে তিনি জাতিগত আমেরিকানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। তবে মি. পাশিনইয়ানের পশ্চিমা সংশ্লিষ্টতায় ক্ষুব্ধ হয় রাশিয়া।

তবে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে রাশিয়ার সমস্যা নেই। আর্মেনিয়ানরা নিজেরা যদি বলে যে কারাবাখ আজারবাইজানের অংশ, তাহলে আমাদের কী করার আছে?

তবে ইয়েরেভেন শত শত মানুষ প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

নাগোর্নো কারাবাখ অঞ্চলঃ ৪,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (১,৭০০ বর্গ মাইল) আয়তনের একটি পর্বতাঞ্চল। ঐতিহাসিকভাবে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী আর্মেনিয়ান এবং মুসলিম তুর্কদের আবাসস্থল।